বাঙলা অলঙ্কার

বাঙলা অলঙ্কার

জীবেন্দ্র সিংহ রায়, এম. এ., ডি. ফিল্.
প্রধান অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ,
বিবেকানন্দ কলেজ,
কলিকাতা।

মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

দাম ঃ ছুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রথম সংস্করণ—১৯৫৪
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৫৮

প্রকাশক ঃ
দীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর ঃ
সমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

অধ্যাপক বিভাস রায়চৌধুরী

ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য

ডক্টর নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

বাঙলা সাহিত্যের যত দ্রুত উন্নতি হইতেছে তত অলঙ্কারের চারুত্ব এবং সূক্ষ্মত্ব পরিবর্ধিত হইতেছে। বহুদিন পর্যন্ত বাঙলা অলঙ্কার বলিতে আমরা সংস্কৃত অলঙ্কারই বুঝিতাম; দৃষ্টান্তও সেই জাতীয়ই গ্রহণ করিতাম। কিন্তু বর্তমানকালের যে-কোনও সার্থক লেখকের গদ্য-লেখা বা কবিতা বিশ্লেষণ করিলেই স্পষ্ট বোঝা যাইবে, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে; সেই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বাঙলার অলঙ্কার গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত। অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা যে, বাঙলা সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রহিয়াছেন এ বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁহারা যথেষ্ট সচেতন হইয়াছেন এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহারা বাঙলা অলঙ্কার সম্বন্ধে নূতনভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় বাঙলা অলঙ্কার সম্বন্ধে যে গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন তাহার বৈশিষ্ট্যও এইখানে যে, গ্রন্থখানিকে তিনি সত্যকার বাঙলা অলঙ্কার গ্রন্থ করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার মধ্যেও যেমন এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রহিয়াছে, তাঁহার উদাহরণগুলির চয়নের মধ্যেও এই সচেতনতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থখানি মূলতঃ ছাত্র-ছাত্রীগণের জন্য রচিত, তাই একটু সংক্ষিপ্ত। যে সব ক্ষেত্রে জটিল বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে সেগুলির ভিতরে বেশি প্রবেশ না করিয়া তিনি সংক্ষেপে এবং অতি স্পষ্টভাবে বাঙলা অলঙ্কারের পরিচয় দিয়াছেন। লেখক অলঙ্কারের সংজ্ঞাগুলিকে সহজ ও সুনির্দিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দ্বারা তাহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিভিন্ন অলঙ্কারের

পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া তোলাও গ্রন্থখানির একটি বৈশিষ্ট্য। এই সুলিখিত গ্রন্থখানি মুখ্যতঃ ছাত্র-ছাত্রীগণের জন্য লিখিত হইলেও শুধু তাহারাই যে ইহা হইতে সাহায্য এবং আনন্দলাভ করিবেন তাহা নহে, সাহিত্যের সাধারণ পাঠকের পক্ষেও বইখানি প্রচুর আকর্ষণের বস্তু হইবে বলিয়া মনে করি।

১৫।৬।৫৪
বাঙলা বিভাগ
আশুতোষ বিল্ডিংস

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

বাঙলা দেশের সাধারণ পাঠক ও ছাত্রসমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'বাঙলা অলঙ্কার' রচিত হইয়াছে। ইংরেজী অলঙ্কার-প্রকরণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃপায় অল্পবিস্তর জানা থাকিলেও বাঙলা অলঙ্কার সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণা নাই বলিলেই চলে। এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অনুমোদিত কোন পাঠ্যসূচীতেই আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে ইহা গৃহীত হয় নাই ; সাম্মানিক ও বিশেষ বাঙলার ঐচ্ছিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকার ফলেই এই বিষয়টির প্রতি সাধারণ পাঠক ও ছাত্রসমাজের দৃষ্টি এখনও আকৃষ্ট হয় নাই। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন যে ইহাতে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণীর আবশ্যিক বাঙলার পাঠ্যসূচীতে এই অবহেলিত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-গঠিত শিক্ষাপর্ষদকে অনুরোধ করিতেছি।

সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে এই গ্রন্থখানি যাহাতে সহজবোধ্য মনে হয়, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। সংজ্ঞায় কিংবা ব্যাখ্যায় পারিভাষিক শব্দ একেবারেই ব্যবহার করি নাই ; ইহাতে পাঠকদের বেশ সুবিধা হইবে বলিয়াই বিশ্বাস করি। প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, উপযুক্ত উদাহরণ ও তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা বিষয়টি সমগ্রভাবে পরিস্ফুট করিবার দিকেও আমার দৃষ্টি ছিলো। অলঙ্কারের সূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ বিষয়টিকে জটিল করিয়া তুলিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহা সযত্নে এড়াইয়া চলিয়াছি ; অথচ প্রয়োজনীয় কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। সবচেয়ে বড়ো কথা, ইহা যাহাতে সংস্কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ বা বিচারহীন অনুকরণ না হইয়া সকল দিক দিয়া একটি খাঁটি বাঙলা অলঙ্কার-গ্রন্থ হইয়া ওঠে, সেদিকে আগা-গোড়াই লক্ষ্য রাখিয়াছি। আশা করি, এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পাঠকেরা অনায়াসেই বাঙলা অলঙ্কারের রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন।

অলঙ্কার-শাস্ত্রের ইতিহাসে পণ্ডিতদের মতবিরোধের প্রচুর উল্লেখ আছে ; সাধারণ পাঠ্য-গ্রন্থের মধ্যে তাহা আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি নাই। অলঙ্কার-নির্ণয়ে অতি আধুনিক কালের পণ্ডিতদের মধ্যেও দ্বিমত লক্ষ্য করা যায় ; দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন যে উদ্ধৃতিটিকে সাঙ্গরূপকের উদাহরণ বলিয়াছেন, অন্যজন তাহাকে পরম্পরিত রূপকের উদাহরণ বলিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ব্যতিরেক, নিশ্চয়, প্রতীপ (দ্বিতীয় সংজ্ঞা) ইত্যাদির সংজ্ঞায় পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম বলিয়া এই সমস্ত ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। সংস্কৃতের তুলনায় বাঙলা-রচনা শিথিল বলিয়া অলঙ্কার-নির্ণয়ে বেশি গোলযোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আমি আপন বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী অলঙ্কার নির্ণয় করিয়াছি, তাহাতে কোন প্রমাদ থাকিয়া গিয়াছে কিনা পাঠকেরাই তাহা বিচার করিবেন। তবে আমার ব্যক্তিগত মত হইতেছে এই যে, বাঙলা অলঙ্কার সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার আগে প্রচুর আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে।

আমার পূজনীয় অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকাটি শিরোভূষণ করিয়া গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিতেছি, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী ও ডক্টর সুধীর কুমার দাশগুপ্তের অলঙ্কার-গ্রন্থ হইতে আমি সাহায্য পাইয়াছি। সহকর্মী অধ্যাপক বিভাবসু দাস শাস্ত্রী, অধ্যাপক অমূল্যচন্দ্র মিত্র ও পণ্ডিত সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ গ্রন্থ-রচনায় নানাভাবে আমার সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আনন্দচন্দ্র কলেজ
জলপাইগুড়ি
১৬।৬।৫৪

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'বাঙলা অলঙ্কারের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে গিয়া আনন্দবোধ করিতেছি, কারণ এই জাতীয় গ্রন্থের পঠন-পাঠন বাড়িতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। বর্তমান সংস্করণের পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের কাজে অনেক সহৃদয় অধ্যাপকের কাছ হইতে পরামর্শ পাইয়াছি, বিশেষ করিয়া বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধাভাজন রবীন্দ্র-অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন ও আমার সহকর্মী অধ্যাপক তারাচরণ বসুর উপদেশ ও সহায়তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি। যাঁহাদের আগ্রহে ও সহযোগিতায় এই গ্রন্থের নবতররূপে পুনরাবির্ভাব সম্ভব হইল, ভবিষ্যতেও তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে গ্রন্থখানি যেন বঞ্চিত না হয়, এই প্রার্থনা করি।

বিবেকানন্দ কলেজ
কলিকাতা—৮
২০।৩।৫৮

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

বাঙলা অলঙ্কার

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

অলঙ্কার সাহিত্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের সাজ-সজ্জা। 'অলম্' শব্দের এক অর্থ 'ভূষণ', যাহার দ্বারা ভূষণ করা হয় তাহাই অলঙ্কার। সুতরাং অলঙ্কার যে সাহিত্যের সাজ-সজ্জা, তাহা নামকরণ হইতেও বোঝা যায়। অন্যদিকে দণ্ডীর মতে—'…কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে'—কাব্যের যে সমস্ত ধর্ম তাহার শোভা সম্পাদন করে, তাহাই অলঙ্কার। এই সংজ্ঞানুসারে অলঙ্কার বলিতে সাহিত্যের সাধারণ সৌন্দর্যকেই বোঝানো হইতেছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থ যাহাই হউক, অলঙ্কার বলিতে আমরা সাহিত্যের উপমাদি বিশেষ লক্ষণগুলিকেই মনে করিয়া থাকি। যেমন হার, চুড়ি ইত্যাদি নারীর দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তেমনি অনুপ্রাস-উপমা-রূপক ইত্যাদি সাহিত্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তাই ইহাদিগকে সাহিত্যের অলঙ্কার বলা হইয়া থাকে। আলঙ্কারিক ভামহও বলিয়াছেন—'রূপকাদিঃ অলঙ্কার স্তস্যান্যৈর্বহু ধোদিতঃ'।

এককথায়, অনুপ্রাস-উপমাদি যে সমস্ত লক্ষণ সাহিত্যের সৌন্দর্য সম্পাদন ও রসের উৎকর্ষ সাধন করে, তাহাই অলঙ্কার।

নারীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য থাকিলেও সে গহনা পরিধান করে। উদ্দেশ্য, আপন সৌন্দর্য বর্ধিত করা। আর যাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য নাই, তাহার গহনার দ্বারা আপনাকে বিভূষিত করার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করিয়া দেখা যায়। ভামহের মতে, নারীর মুখশ্রী মনোহর হইলেও বিনা অলঙ্কারে তাহা দীপ্তি পায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে,

নারী কুশ্রীই হউক আর সুশ্রীই হউক, গহনা তাহার পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তেমনি অলঙ্কার সাহিত্যের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ। নিরলঙ্কার বাক্যও সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু যেখানে যথোপযুক্তভাবে অলঙ্কার থাকে, সেখানে তাহা রচনা-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেই। যখন মনের কথাকে শ্রোতার কাছে মনোহর করিয়া তুলিতে হয়, তখন অলঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। নীরস বক্তব্যকে সরস করিয়া প্রকাশ করিবার পক্ষে ইহা একটি অপরিহার্য অবলম্বন। সুতরাং নারীর সৌন্দর্যের প্রসঙ্গে গহনার প্রয়োজনীয়তা যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি সাহিত্যের সৌন্দর্যের প্রসঙ্গে অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, যথাসময়ে যথাস্থানে যথোচিতভাবে গহনা না পরিলে যেমন গহনার মাহাত্ম্য থাকে না, তেমনি সাহিত্যের মধ্যে যথাসময়ে যথাস্থানে যথোচিতভাবে অলঙ্কারের সমাবেশ না হইলে তাহার মাহাত্ম্যও নষ্ট হইয়া যায়।

কোন বাক্য যখন পড়া হয়, তখন তাহার দুইটি দিক আমাদের আকৃষ্ট করে। শব্দের ধ্বনি (sound) আমাদের কর্ণগোচর হয়, অর্থ (sense) হয় মনোগোচর। কোন বাক্যকে অলঙ্কৃত করার অর্থ শব্দের ধ্বনিরূপ কিংবা অর্থরূপকে অলঙ্কৃত করা। তাই শব্দের ধ্বনিরূপ ও অর্থরূপের আশ্রয়ে দুই শ্রেণীর অলঙ্কার সাহিত্যিকেরা সৃষ্টি করিয়া থাকেন—**শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।**

শব্দালঙ্কার

শব্দের ধ্বনিরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়, তাহাদের শব্দালঙ্কার বলে।

মনে রাখিতে হইবে, শব্দের ধ্বনিরূপ বদলাইয়া দিলে এই শ্রেণীর অলঙ্কার আর ঠিক থাকে না।

উদাহরণ ঃ এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত।—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে 'কু' পর পর তিনটি শব্দের প্রথমে বিন্যস্ত হইয়া বাক্যটির ধ্বনি-গৌরব বাড়াইয়াছে। একই স্বরধ্বনিসমেত একই ব্যঞ্জন বর্ণের পুনঃপুনঃ সমাবেশের মধ্য দিয়া শব্দালঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে।

শব্দালঙ্কারের বিভিন্ন শ্রেণী আছে—তাহার মধ্যে অনুপ্রাস, যমক বক্রোক্তি ও শ্লেষ প্রধান।

১। অনুপ্রাস

একই বর্ণ বা বর্ণচয়ের পুনঃপুনঃ বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে।

উদাহরণ ঃ (i) হায়রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে 'দিনান্তে', 'নিশান্তে' ও 'পথপ্রান্তে' এই তিনটি শব্দে 'আন্তে' বর্ণগুচ্ছের বারবার বিন্যাসের দ্বারা ধ্বনিগত সৌন্দর্য সম্পাদন করা হইয়াছে। বর্ণচয় পুনঃপুনঃ সমাবেশের ফলে বাক্যগত বা শব্দগত অর্থ একেবারে প্রভাবিত হয় নাই। সুতরাং উদ্ধৃতিটিতে অনুপ্রাসের উদাহরণ আছে।

(ii) অনেক অপার অতি প্রভুর করণ।
কহিতে অকথ্য কথা না যায় বর্ণন।—আলাওল।

ব্যাখ্যা : এখানে প্রথম পংক্তিতে 'অ' স্বরধ্বনি পর পর তিনটি শব্দের প্রথমে উচ্চারিত হইয়া বাক্যটির ধ্বনিসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে, তবে তাহা বাক্যটির অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি করে নাই। সুতরাং এখানে অনুপ্রাস নামক শব্দালঙ্কার আছে।

মন্তব্য : কোন কোন পূর্বসূরী স্বরধ্বনির পুনঃপুনঃ বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলিয়া স্বীকার করেন নাই ; তাঁহারা 'সাহিত্য-দর্পণের' মত উদ্ধৃত করিয়া বলেন—স্বরবর্ণের বারবার উচ্চারণের মধ্য দিয়া ধ্বনিগত বৈচিত্র্য দেখা দেয় না বলিয়াই তাহাকে অনুপ্রাস বলা চলে না। কিন্তু আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। প্রথমতঃ, ইংরেজীতে যদি আদ্য স্বরবর্ণ লইয়া 'Alliteration' হইতে পারে, বাঙলায় কেন অনুপ্রাস হইবে না? দ্বিতীয়তঃ, স্বরসাম্যের চেয়ে ব্যঞ্জনসাম্য অধিকতর ধ্বনি-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিলেও স্বরসাম্য একেবারেই ধ্বনি-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে না এমন কথা কি বলা চলে?

(iii) নীরদ নয়ানে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।—গোবিন্দদাস

মন্তব্য : 'নীরদ' ও 'নীর'-এর ক্ষেত্রে 'ন্' ব্যঞ্জনের সঙ্গে 'ঈ' স্বর ব্যবহৃত হইয়াছে, 'নয়ানে'-র ক্ষেত্রে 'ন্'-এর সঙ্গে 'অ' প্রয়োগ করা হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও উদ্ধৃতিটির অনুপ্রাস হইতে বাধা নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে—একাধিক শব্দে যে ব্যঞ্জনসাম্যের ফলে অনুপ্রাস হইবে, তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনি যদি শব্দভেদে বিভিন্নও হয়, তথাপি কোন অনিষ্ট হইবে না।

অনুপ্রাস প্রধানতঃ তিন প্রকারের—অন্ত্যানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস ও ছেকানুপ্রাস।

১ (ক)। অন্ত্যানুপ্রাস

কবিতার এক চরণের শেষে যে শব্দধ্বনি থাকে অন্যচরণের শেষে তাহার পুনরাবৃত্তি হইলে অন্ত্যানুপ্রাস হয়।

উদাহরণ : (i) মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌।—কাশীরাম।

ব্যাখ্যা : এখানে প্রথম চরণের শেষে 'আ' স্বরধ্বনি সহ 'ন্‌' ব্যঞ্জনধ্বনি আছে, দ্বিতীয় চরণের শেষে তাহারই অবিকল পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। সুতরাং ইহা অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ।

মন্তব্য : যখন কোন কবিতার ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের দ্বারা অন্ত্যানুপ্রাস রচনা করা হয়, তখন শেষ ব্যঞ্জনধ্বনি ও তাহার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি এক হইলে ভালো হয়। উদাহরণটিতে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের সাহায্যে অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি হওয়াতেই উভয় চরণের শেষে 'ন্‌' ব্যঞ্জনধ্বনি ও তাহার পূর্বে 'আ' স্বরধ্বনি আছে (সমান্‌ > আন্‌, পুণ্যবান্‌ > আন্‌)।

(ii) বড় ভালবাসি আমি তারকার মাধুরী।
মধুর মূরতি এরা জানে নাকো চাতুরী ॥—বিহারীলাল।

মন্তব্য : যখন কোন কবিতায় স্বরান্ত অক্ষরের সাহায্যে অন্ত্যানুপ্রাস রচনা করা হয়, তখন অন্ত্য ও উপান্ত স্বর এবং অন্ত্যস্বরের পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন এক হইলে ভালো হয়। উদাহরণটিতে উভয় চরণেই উপান্ত স্বর 'উ', অন্ত্যস্বর 'ঈ' এবং অন্ত্যস্বরের পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন 'র্‌'। সুতরাং স্বরান্ত অক্ষরের সাহায্যে অন্ত্যানুপ্রাস রচনার যথাযথ আদর্শ এখানে অনুসরণ করা হইয়াছে।

(iii) শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।—বিদ্যাপতি।

মন্তব্য : এখানে স্বরান্ত অক্ষর 'বা'-এর সঙ্গে স্বরান্ত অক্ষর 'না'-এর অন্ত্যানুপ্রাস ঘটিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উভয় চরণে অন্ত্যস্বর 'আ' হইলেও প্রথম চরণে ব্যঞ্জন 'ব্‌' ও দ্বিতীয় চরণে 'ন্‌'। সুতরাং অন্ত্যানুপ্রাস রচনার যথাযথ আদর্শ এখানে অনুসরণ করা হয় নাই। যেহেতু আধুনিক যুগে এই ধরনের প্রয়োগ দেখা যায় না

বলিলেই চলে, সেইহেতু ইহাকে কোন নিয়মের মধ্যে টানিয়া না আনাই ভালো।

(iv) নানা লোকে নানা পেয়েছে রতন
আমি আনিয়াছি করিয়া যতন
তোমার কণ্ঠে দিবার মতন
রাজকণ্ঠের মালা।—রবীন্দ্রনাথ।

(v) আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।—রবীন্দ্রনাথ।

মন্তব্য : অন্ত্যানুপ্রাস ছাড়া বৃত্ত্যনুপ্রাস ও ছেকানুপ্রাসের ঝঙ্কার এখানে শুনা যায়। প্রথম চরণে 'অনা' (দুজনা, খেলনা, গড়িব না) তিনবার আবৃত্ত হইয়া বৃত্ত্যনুপ্রাস ও দ্বিতীয় চরণে 'লিত' দুইবার আবৃত্ত হইয়া ছেকানুপ্রাস সৃষ্টি করিয়াছে।

অন্ত্যানুপ্রাস সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে, ইহাতে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের মধ্যে কোন পার্থক্য ধরা হয় না। তাই কবিতায় 'ডোবে' ও 'লোভে', 'হাতে' ও 'সাথে' অন্ত্যানুপ্রাস দেখা যায়। অন্ত্যানুপ্রাস সম্পর্কে দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে, কোন কোন কবিতায় একই চরণের বিভিন্ন পর্বের শেষেও মিল চোখে পড়ে। ত্রিপদীতে প্রথম দুই পর্বের মধ্যে ও চৌপদীতে প্রথম তিন পর্বের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস হয়। রবীন্দ্রনাথ কোন কোন কবিতায় একই চরণের ভিতরে বিভিন্ন ছেদের স্থলে বিচিত্রভাবে অন্ত্যানুপ্রাসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

১ (খ)। বৃত্ত্যনুপ্রাস

যদি একটি ব্যঞ্জনবর্ণ একাধিকবার ধ্বনিত হয় কিংবা বর্ণগুচ্ছ যথার্থ ক্রমানুসারে সংযুক্ত বা বিযুক্তভাবে বহুবার ধ্বনিত হয়, তবে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়।

উদাহরণ : (i) কেতকী কেশরে কেশপাশ করো স্বরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী।—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : এখানে 'ক্' ব্যঞ্জনধ্বনি ছয়বার এবং 'শ্' ব্যঞ্জনধ্বনি তিনবার আবৃত্তি করা হইয়াছে। একই বর্ণের অনেকবার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় উদ্ধৃতিতে বৃত্ত্যনুপ্রাস দেখা দিয়াছে।

মন্তব্য : এই উদাহরণে 'কেশ' বর্ণগুচ্ছ দুইবার বিন্যস্ত হওয়ায় ছেকানুপ্রাসের প্রমাণ আছে। স্বুতরাং অনুপ্রাসের বিচিত্র সাজ-সজ্জার দিক হইতে উদ্ধৃতিটি বিশেষ লক্ষণীয়।

(ii) দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী মঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল
বিদায় গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : এখানে সংযুক্ত বর্ণগুচ্ছ 'ঞ্জ' যথার্থ ক্রমানুসারে তিনবার ধ্বনিত হইয়াছে। স্বুতরাং ইহা বৃত্ত্যনুপ্রাসের উদাহরণ।

মন্তব্য : উদ্ধৃতিটির শেষ দিকে 'লঞ্চ' ('মালঞ্চের') বর্ণগুচ্ছ 'ঞ্চল'-রূপে আরো দুইবার আবৃত্তি করা হইয়াছে। ইহাতে ক্রম-সাদৃশ্য অক্ষুণ্ণ না থাকিলেও স্বরূপ-সাদৃশ্য বজায় থাকায় ধ্বনি-মাধুর্য যে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(iii) ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ছাড়িয়া
খোদার আসন 'আরশ' ভেদিয়া।—নজরুল।

ব্যাখ্যা : এখানে প্রথম পংক্তিতে স্বরধ্বনিসমেত অযুক্ত ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'লোক' পরপর তিনবার আবৃত্তি করা হইয়াছে, বর্ণগুচ্ছের ক্রমও অক্ষুণ্ণ আছে। স্বুতরাং ইহা বৃত্ত্যনুপ্রাসের উদাহরণ।

(iv) কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে কেন বসে চেয়ে রও।—রবীন্দ্রনাথ।

(v) তেমনি আজো উদিছে বিধু, মাতিছে মধু-যামিনী
মাধবী লতা মুদিছে মুকুলে।—রবীন্দ্রনাথ।

(vi) কার কথা কবেকার কার কানে দিলে আজ পৌঁছে!
আলুথালু হল চাঁদ ঢুলুঢুলু মৌজে!—সত্যেন্দ্রনাথ।

সঙ্কেত : 'ক' ও 'লু'-র পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়।

১ (গ)। ছেকানুপ্রাস

একই বর্ণগুচ্ছ যদি একইক্রমে সংযুক্ত বা বিযুক্তভাবে মাত্র দুইবার ধ্বনিত হয়, তবে ছেকানুপ্রাস হয়।

উদাহরণ : (i) ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : এখানে 'ন্ধ' বর্ণগুচ্ছ সংযুক্তভাবে একইক্রমে মাত্র দুইবার ধ্বনিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা ছেকানুপ্রাসের উদাহরণ।

(ii) শেফালি রায়ের সঙ্গে আমার একফালিও পরিচয় নেই।
—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত।

ব্যাখ্যা : 'ফালি' বর্ণগুচ্ছ দুইবার আবৃত্ত হওয়ায় (একইক্রমে বিযুক্তভাবে) এখানে ছেকানুপ্রাস হইয়াছে।

মন্তব্য : 'শেফালি'-এর 'ফালি' বর্ণগুচ্ছ, কিন্তু দ্বিতীয় 'ফালি' অর্থযুক্ত শব্দ। সুতরাং সংস্কৃতের নিয়ম অনুযায়ী নিরর্থক যমক হইয়াছে। কিন্তু বাঙলায় নিরর্থক যমক স্বীকার করা হয় না বলিয়াই ইহাকে ছেকানুপ্রাস বলা হইয়াছে।

(iii) মালতী মালিনী কোথা প্রিয় পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।—রবীন্দ্রনাথ।

(iv) আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের।—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

(v) নিশির শিশির ঝরে কি আমারে হেরিয়া,
প্রভাত আলোকে পুলক আমারে ঘেরিয়া।—রবীন্দ্রনাথ।

মন্তব্য : এখানে 'নিশির' ও 'শিশির' উত্তম ছেকানুপ্রাস এবং 'আলোকে' ও 'পুলক' ('লোকে' ও 'লক') নিকৃষ্ট ছেকানুপ্রাস সৃষ্টি করিয়াছে।

(vi) ফেনায় ঘর্মে আকুল অশ্বগুলি,
বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি।—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : এখানে দ্বিতীয় চরণে 'ষণে' ও 'সনে' মিলিয়া ছেকানুপ্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ণগুচ্ছ একইক্রমে বিযুক্তভাবে মাত্র দুইবার বিন্যস্ত হইয়াছে।

মন্তব্য : এখানে একক্ষেত্র 'স্' ও 'ন্' এবং অন্যক্ষেত্রে 'ষ্' ও 'ণ্' থাকায় ছেকানুপ্রাস সৃষ্টিতে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই উদাহরণে স্বরধ্বনির সাম্যও লক্ষণীয়।

ছেকানুপ্রাস ও বৃত্ত্যনুপ্রাসের পার্থক্য : ছেকানুপ্রাস ও বৃত্ত্যনুপ্রাসের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটিতে বর্ণগুচ্ছ সংযুক্ত বা বিযুক্তভাবে ক্রমানুসারে মাত্র **দুইবার** আর দ্বিতীয়টিতে **বহুবার** ধ্বনিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, একটি বর্ণের পুনরাবৃত্তিতে ছেকানুপ্রাস হয় না, বৃত্ত্যনুপ্রাসই হয়।

২। যমক

একই শব্দ একই স্বরধ্বনিসমেত একই ক্রমানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার ব্যবহৃত হইলে যমক অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।
কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে॥

ব্যাখ্যা : প্রথম চরণ—কান্তার=বনভূমি, আমোদ=সৌরভ, কান্ত=বসন্তকাল, সহকারে=সমাগমে।

দ্বিতীয় চরণ—কান্তার=দয়িতার, আমোদ=আনন্দ, কান্ত=স্বামী, সহকারে=সঙ্গে। সুতরাং প্রত্যেকটি শব্দ একই স্বরধ্বনিসমেত একই ক্রমানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুইবার ব্যবহৃত হওয়ায় যমক অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য ঃ ইহাকে **সর্বযমক** বলা হয়।

(ii) কমলাসনে কমলাসনে কমলাপতি বিহর।

সঙ্কেত ঃ প্রথম 'কমলাসনে'—কমলের আসনে, দ্বিতীয় 'কমলাসনে'—কমলার সনে। যমকটি চরণের আদিতে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে **আদ্যযমক** বলা যাইতে পারে।

(iii) কি হবে দুর্গার গতি, যেতে নারি জেতে নারী
আমি হে।—ঈশ্বর গুপ্ত।

মন্তব্য ঃ এই উদাহরণে 'যেতে' ও 'জেতে', 'নারি' ও 'নারী'—এর মধ্যে দুইবার যমক হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এখানে একই শব্দের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়া নয়, সমোচ্চার্য অথচ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়া যমক সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে নিকৃষ্ট শ্রেণীর যমকের উদাহরণ। এখানে অলঙ্কারগুলি পঙ্‌ক্তির মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহাদের **মধ্যযমক** বলা যাইতে পারে।

(iv) ওরে রে দারুণ বিধি
তোর এ দারুণ বিধি।—কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তির 'বিধি' শব্দের অর্থ 'বিধাতা' ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'বিধি' শব্দের অর্থ 'নিয়ম'। একই স্বরধ্বনিসমেত একই শব্দ একই ক্রমানুসারে দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং ইহা যমক অলঙ্কারের উদাহরণ। অলঙ্কারটি পঙ্‌ক্তির শেষে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে **অন্ত্যযমক** বলা যাইতে পারে।

(v) ত্রিজগৎ তব গুণে বাধ্য আছে সব।
বিন্দু রস পান করি প্রাণ পায় শব॥—ঈশ্বর গুপ্ত।

(vi) পাইয়া চরণতরি, তরি ভবে আশা।
তরিবারে সিন্ধুভব ; ভব সে ভরসা ॥—ভারতচন্দ্র।

(vii) স্থিরভাবে এই দণ্ড, সার কর এই দণ্ড,
নাহি রবে কাল দণ্ড ভয়।—ঈশ্বর গুপ্ত।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে প্রথম 'দণ্ড' শব্দের অর্থ 'সময়', দ্বিতীয় 'দণ্ড' শব্দের অর্থ 'বিধাতা' ও তৃতীয় 'দণ্ড' শব্দের অর্থ 'শাস্তি'। একই 'দণ্ড' শব্দ অবিকলরূপে একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া যমক অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য ঃ যমক শব্দের মূল অর্থ যুগ্ম অর্থাৎ দুই। একই শব্দের দুইবার দুই অর্থে ব্যবহারের মধ্য দিয়া এই অলঙ্কার রচনার সঙ্কেত নামকরণের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য উদাহরণে 'দণ্ড' শব্দের তিনবার ব্যবহার হইয়াছে। আদি নিয়ম যাহাই হউক না কেন, দুইয়ের অধিকবার শব্দের আবৃত্তি হইলেও যমক অলঙ্কার হইতে কোন বাধা নাই।

(viii) নামজাদা লেখকদেরও বই বাজারে কম কাটে, কাটে বেশী পোকায়।
—প্রমথ চৌধুরী।

সঙ্কেত ঃ কাটে—বিক্রী হয় ; কাটে—নষ্ট করে।

নিরর্থক যমক ও সর্বযমক ঃ—সংস্কৃতে নিরর্থক যমকের কথা থাকিলেও বাঙলায় তাহাকে সঙ্গতভাবেই অনুপ্রাসের (ছেকানুপ্রাস ও বৃত্ত্যনুপ্রাস) অন্তর্গত করা হইয়াছে। যেমনি অর্থহীন শব্দের পুনরাবৃত্তিকে, তেমনি একবার অর্থযুক্ত অন্যবার অর্থহীন শব্দবিন্যাসকে অনুপ্রাস বলিয়া অভিহিত করাই উচিত বলিয়া মনে হয়। মনে রাখিতে হইবে, সংস্কৃতের তুলনায় বাঙলার পদ-সংস্থান-রীতি স্পষ্টতঃই শিথিলতর, তাই নিরর্থক যমকের উদাহরণ বাঙলায় তেমন পাওয়া যায় না। সর্বযমকের উদাহরণও বাঙলায় নাই বলিলেও চলে।

যমক ও অনুপ্রাসের মধ্যে পার্থক্য ঃ একই শব্দকে নির্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার ব্যবহার করা হইলে যমক হয়।

যমকে স্বরসাম্য না থাকিলে চলে না। একই বর্ণগুচ্ছকে নির্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী সংযুক্ত বা বিযুক্তভাবে দুইবার আবৃত্তি করিলে ছেকানুপ্রাস ও বহুবার আবৃত্তি করিলে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়। ছেকানুপ্রাস ও বৃত্ত্যনুপ্রাসে স্বরসাম্য না থাকিলেও চলে।

৩। শ্লেষ

একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়া বিভিন্ন অর্থ বুঝাইলে শ্লেষ অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ ঃ (i) কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর ?—ঈশ্বর গুপ্ত।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে সমগ্র বাক্যের মধ্যেই দুইটি অর্থ পাওয়া যাইতেছে (শব্দের দুইটি অর্থ তো আছেই)। একটি অর্থ—'যে ভগবান চরাচরে ব্যাপ্ত, যাঁহার আলোকে সূর্য আলোকিত তাঁহাকে গুপ্ত কে বলে ?' আরেকটি অর্থ—'যাঁহার প্রতিভায় প্রভাকর নামক পত্রিকা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয় সেই ঈশ্বর গুপ্তকে অখ্যাতনামা কে বলে ? তাঁহার খ্যাতি চরাচরে ব্যাপ্ত।' সুতরাং ইহা শ্লেষ অলঙ্কারের উদাহরণ। শ্লেষের ব্যঞ্জনা সমস্ত বাক্যের মধ্যে ছড়াইয়া আছে বলিয়া ইহাকে **বাক্যগত শ্লেষ** বলা যাইতে পারে।

(ii) মধুহীন করো নাগো তব মনঃ-কোকনদে।—মধুসূদন।

ব্যাখ্যা ঃ এই উদ্ধৃতিতে 'মধু' শব্দের দুইটি অর্থ পাওয়া যাইতেছে। এক, 'কবি মধুসূদন', দুই, 'মউ'। একই শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে শ্লেষ অলঙ্কার বলিতে হয়। এখানে শ্লেষের ব্যঞ্জনা একটিমাত্র শব্দের মধ্যে নিহিত, তাই ইহা **শব্দগত শ্লেষের** উদাহরণ।

(iii) যে রস অনেককাল থেকে নিম্নস্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিঃশ্বাসে উবে যাবে।—রবীন্দ্রনাথ।

সঙ্কেত ঃ রস—জল, আনন্দ। নিম্নস্তরে—ভূমির নীচের স্তরে, সমাজের নীচের স্তরে।

(iv) বেলাশেষে, সূর্য যখন নারকেলবীথির ওপারে হেলে পড়ছে, তখন কিরণ পশ্চিমের বারান্দা পেরিয়ে তির্যক ভঙ্গিতে ঘরে এসে ঢুকলো।

সঙ্কেত ঃ কিরণ—সূর্যরশ্মি, একটি মেয়ের নাম।

(v) দেখ নাকি, হায়, বেলা চলে যায়, সারা হয়ে এল দিন,
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ।—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা ঃ দ্বিতীয় চরণে 'পূরবী' ও 'রবি' শব্দদ্বয়ের দুইটি করিয়া অর্থ আছে। পূরবী—গোধূলির রাগ, 'পূরবী' নামক কাব্যগ্রন্থ; রবি—সূর্য, রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ সূর্যের দিবাশেষে বীণাসঙ্গীত পূরবী রাগে বাজে কিংবা রবীন্দ্রনাথের জীবন-সায়াহ্নে পূরবী কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। একই শব্দ দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া এখানে শ্লেষ অলঙ্কার হইয়াছে।

(vi) আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিল তোমার পতি বান্ধি নিজ গুণে॥—মুকুন্দরাম।

সঙ্কেত ঃ গুণে—চমৎকার স্বভাবে, ধনুকের ছিলায়।

(vii) এক ড্রইং রুম্-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর কিছুই আর মনঃপূত হয় না।—মুজতবা আলী।

সঙ্কেত ঃ ধনী—ধনবতী, নারী।

অভঙ্গ ও সভঙ্গ শ্লেষ ঃ শব্দকে না ভাঙ্গিয়াই যদি একাধিক অর্থ পাওয়া যায়, তবে তাহাকে অভঙ্গ শ্লেষ বলে। যেমন 'ধনী' শব্দ হইতে দুইটি অর্থ পাওয়া যায়—'ধনবতী' ও 'নারী'। যদি শব্দকে না ভাঙ্গিয়া একটি অর্থ এবং ভাঙ্গিয়া ভিন্নতর অর্থ পাওয়া যায়, তবে তাহাকে সভঙ্গ শ্লেষ বলিতে হয়। শিথিল পদ-সংস্থান-রীতির জন্য

বাঙলায় এই সভঙ্গ শ্লেষ সৃষ্টির সুযোগ নাই বলিলেই চলে। 'ভাতার' শব্দটির একটি অর্থ আছে। তাহাকে ভাঙ্গিলে 'ভাত আর' হয় এবং তাহাতে আর একটি অর্থ পাওয়া যায়। ইহা সভঙ্গ শ্লেষের উদাহরণ।

৪। বক্রোক্তি

সোজাভাবে না বলিয়া বাঁকাভাবে কোন বক্তব্য বলিলে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : গৌরী সেনের আবার টাকার অভাব !

ব্যাখ্যা : গৌরী সেনের টাকার অভাব নাই—একথা বলিতে গিয়া এখানে একটা বাঁকা ভঙ্গি অবলম্বন করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা বক্রোক্তি অলঙ্কারের উদাহরণ।

৪ (ক)। শ্লেষ-বক্রোক্তি

বক্তার বক্তব্যকে তাহার অভিপ্রেত অর্থে গ্রহণ না করিয়া অন্য অর্থে গ্রহণ করা হইলে শ্লেষ-বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) প্রশ্ন—দ্বিজ হয়ে কেন কর বারুণী সেবন ?
উত্তর—রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন !

ব্যাখ্যা : এখানে প্রশ্ন ছিল—'ব্রাহ্মণ হইয়া কেন মদ সেবন কর ?' কিন্তু ব্রাহ্মণ 'দ্বিজ' শব্দের অর্থ 'চন্দ্র' ও 'বারুণী' শব্দের অর্থ 'পশ্চিম দিক্' করিয়া উত্তর করিল—'সূর্যের ভয়েই চন্দ্র পলায়ন করে।' সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রশ্নকর্তার অভিপ্রেত অর্থ ব্রাহ্মণ গ্রহণ না করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই অনুযায়ী উত্তর করিয়াছে। সুতরাং এখানে নিঃসন্দেহে শ্লেষ-বক্রোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

(ii) শুনতে পাই, কোনো ইউরোপীয় দার্শনিক আবিষ্কার করেছেন যে, মানব সভ্যতার তিনটি স্তর আছে। প্রথম আসে শ্রুতির যুগ, তারপর দর্শনের,

তারপর বিজ্ঞানের। একথা যদি সত্য হয় তো আমরা, বাঙালিরা, আর যেখানে থাকি, মধ্য যুগে নেই ; আমাদের বর্তমান অবস্থা হয় সভ্যতার প্রথম অবস্থা, নয় শেষ অবস্থা। আমাদের এযুগ যে দর্শনের যুগ নয়, তার প্রমাণ— আমরা চোখে কিছুই দেখিনে ; কিন্তু হয় সব জানি, নয় সবই শুনি।

—প্রমথ চৌধুরী।

সঙ্কেত : ইউরোপীয় দার্শনিক যে অর্থে 'দর্শন' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, প্রমথ চৌধুরী সে অর্থে তাহাকে গ্রহণ না করিয়া অন্য অর্থে ('দেখা' অর্থে) গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই অনুযায়ী মন্তব্য করিয়াছেন।

(iii) সভাকবি। ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ অর্থের বড়ো টানাটানি।

নটরাজ। নইলে রাজ দ্বারে আসব কোন দুঃখে ?—রবীন্দ্রনাথ।

সঙ্কেত : সভাকবি 'অর্থ' বলিতে 'অভিধেয় তাৎপর্য' (meaning) বুঝাইয়াছেন ; কিন্তু নটরাজ সেই অভিপ্রেত অর্থে শব্দটিকে গ্রহণ না করিয়া 'টাকাকড়ি' মানে করিয়া উত্তর করিয়াছেন।

শ্লেষ-বক্রোক্তি সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। বক্তার বক্তব্যের যথার্থ অর্থ না বুঝিয়া যদি শ্রোতা অন্য রকমের উত্তর করেন, তবে তাহাকে শ্লেষ-বক্রোক্তি বলা যাইবে না। বক্তার বক্তব্যের অভিপ্রেত তাৎপর্য বুঝিয়াও যদি কৌতুক সৃষ্টির জন্য শ্রোতা তাহাকে অন্য অর্থে গ্রহণ করিয়া উত্তর দেন তবেই এই অলঙ্কার আত্মপ্রকাশ করে।

৪ (খ)। কাকু-বক্রোক্তি

যখন বক্তার কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গির জন্য নেতিবাচক কথা ইতিবাচক অর্থ এবং ইতিবাচক কথা নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে, তখন কাকু-বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?—মধুসূদন।

ব্যাখ্যা : উক্তিটি ইতিবাচক প্রশ্ন হইলেও প্রমীলা ভিখারী রাঘবকে ভয় করেন না—এই কথা তাহার উক্তির ভঙ্গি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়। সখীও যে এই অর্থই গ্রহণ করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখানে অভিপ্রেত অর্থ কণ্ঠস্বরাশ্রিত বলিয়া কাকু-বক্রোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

(ii) অতীতের চির অস্ত অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া ?
বিস্মৃতির মুক্তি পথ দিয়া
আজিও সে হয়নি বাহির ?—রবীন্দ্রনাথ।

(iii) আমরা যাইনি যুদ্ধে,
শব আর মানুষের মাঝখানে
জানি নাই কম্পিত মুহূর্ত।
তবু বারুদের গন্ধ এখানের
বাতাসে কি নাই ?—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

সঙ্কেত : এখানে একটি নেতিবাচক প্রশ্ন থাকিলেও কবির কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি হইতে ইতিবাচক অর্থই প্রকাশ হয় ; বাতাসে বারুদের গন্ধ আছে ইহাই কবির অভিপ্রেত অর্থ দাঁড়ায়।

(iv) আজ শত বর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরাণ ?—রবীন্দ্রনাথ।

(v) জীবনে এই তিনরূপেই সে নারীকে পাইয়াছে, তাহাদের মঙ্গল হস্তের পরিবেশনে এই ছাব্বিশ বৎসরের জীবন পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহাদের কি চিনিতে বাকী আছে তাহার ?—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থালঙ্কার

শব্দের অর্থরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি, তাহাদের অর্থালঙ্কার বলে। মনে রাখিতে হইবে, শব্দের ধ্বনিরূপের পরিবর্তনেও এই জাতীয় অলঙ্কার ক্ষুণ্ণ হয় না।

উদাহরণ ঃ উধাও ছুটিছে মানস-তুরগ
লঙ্‌ঘিয়া মায়ারণ্য।—করুণানিধান।

মন্তব্য ঃ উপমেয় 'মানসের' সঙ্গে উপমান 'তুরগের' অভেদ কল্পনা করায় এখানে রূপক অলঙ্কার হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 'মানস-তুরগ' না লিখিয়া 'মানস-ঘোটক' লিখিলেও অর্থের কোন পার্থক্য ঘটিবে না, ফলে রূপক অলঙ্কারও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং এই জাতীয় অলঙ্কার যে শব্দের অর্থরূপের আশ্রয়েই দেখা দেয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অর্থালঙ্কারকে সাধারণ লক্ষণানুযায়ী প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—**(১) সাদৃশ্যমূলক (২) বিরোধমূলক (৩) শৃঙ্খলামূলক (৪) ন্যায়মূলক (৫) গূঢ়ার্থমূলক।**

সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কার

দুই বিজাতীয় পদার্থের অন্তর্নিহিত কোন-না-কোন সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া যে শ্রেণীর অলঙ্কার আত্মপ্রকাশ করে, তাহাকে সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কার বলে।

সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অতিশয়োক্তি, অপহ্নুতি, সন্দেহ, নিশ্চয়, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, ব্যতিরেক, ভ্রান্তিমান, সমাসোক্তি ও প্রতীপ।

১। উপমা

একই বাক্যে সাধারণধর্মবিশিষ্ট দুই বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হইলে উপমা হয়।

এই সাদৃশ্য যেমন গুণগত হইতে পারে, তেমনি ক্রিয়াগতও হইতে পারে।

উদাহরণ : (i) পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি।—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : 'মুষ্টি' ও 'পদ্মের কলিকা' দুইটি বিজাতীয় পদার্থ। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে—উভয়েই 'ক্ষুদ্র'। সাদৃশ্যবাচক 'সম' শব্দও চরণটির মধ্যে রহিয়াছে।

একই বাক্যে ইহাদের উল্লেখ ও সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা উপমার উদাহরণ।

মন্তব্য : 'পদ্মের কলিকা' ও 'মুষ্টির' **সাদৃশ্য গুণগত** এবং সেই গুণটি হইতেছে উভয়ের ক্ষুদ্রতা।

(ii) মেয়েটি দিন দিন লতার মত বাড়িয়া উঠিতেছে।

ব্যাখ্যা : এখানে 'মেয়ে' ও 'লতা' দুইটি বিজাতীয় পদার্থ। কিন্তু উভয়ের মধ্যে 'বাড়িয়া ওঠার' ব্যাপারে সাদৃশ্য আছে। একই বাক্যে ইহাদের উপস্থিত করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা উপমার উদাহরণ।

মন্তব্য : এখানে 'মেয়ে' ও 'লতার' **সাদৃশ্য ক্রিয়াগত**, কারণ 'বাড়িয়া ওঠার' ব্যাপারেই উভয়ের মধ্যে সাম্য প্রদর্শন করা হইয়াছে।

(iii) চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : এখানেই একই বাক্যে 'আলো' ও 'আশা' এই দুই বিজাতীয় পদার্থের কথা আছে। আশা চঞ্চল, আলোও চঞ্চল। চঞ্চল আশা যেমন করিয়া কাঁপে, চঞ্চল আলোও তেমন করিয়া কাঁপিতেছে। সুতরাং ইহা উপমার উদাহরণ।

মন্তব্য : 'চঞ্চলতা' একটি গুণ এবং 'কাঁপা' একটি ক্রিয়া এবং এই উভয় দিক দিয়াই আলোর সঙ্গে আশার সাদৃশ্য দেখানো হইয়াছে। সুতরাং এখানে **সাদৃশ্য গুণ ও ক্রিয়া উভয়গত**।

(iv) দূরে নীল মেঘের মত পরিদৃশ্যমান ময়ূর নিনাদিত ঘন বন, দুর্গম পথের স্থানে স্থানে শ্বাপদ, রাক্ষসে পূর্ণ খন্দ, গুহা, গহ্বর, মহাগজ ও মহাব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত··· ।—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপমার চারিটি অঙ্গ আছে ঃ

(১) **উপমেয়**—যাহাকে তুলনা করা হয়।
(২) **উপমান**—যাহার সঙ্গে তুলনা করা হয়।
(৩) **সাধারণধর্ম**—যে ধর্ম উপমেয় ও উপমান উভয়ে বিদ্যমান।
(৪) **সাদৃশ্যবাচক শব্দ**—মত, সম, হেন, সদৃশ, প্রায়, তুল্য ন্যায়, যথা,-বৎ ইত্যাদি শব্দ।

'পদ্মের কলিকাসম ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি'—এই বাক্যে মুষ্টি—উপমেয়, পদ্মের কলিকা—উপমান, ক্ষুদ্র—সাধারণধর্ম, সম—সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

১ (ক)। পূর্ণোপমা

যেখানে উপমার চারিটি অঙ্গই—উপমেয়, উপমান, সাধারণধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ—প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান থাকে, সেখানে পূর্ণোপমা হয়।

উদাহরণ ঃ (i) রাজ্য তব স্বপ্নসম
গেছে ছুটে।—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে রাজ্য—উপমেয়, স্বপ্ন—উপমান, ছুটিয়া যাওয়া—সাধারণধর্ম, সম—সাদৃশ্যবাচক শব্দ। সুতরাং উপমার চারিটি অঙ্গই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হওয়ায় এখানে পূর্ণোপমা হইয়াছে।

(ii) আমার হৃদয়
ছিল তারি মুখ' পরে, সূর্য যথা রয়
ধরণীর পানে চেয়ে।—রবীন্দ্রনাথ।

(iii) বসন্ত, বঙ্কিমের রজনীর মত ধীরে ধীরে অতি ধীরে ফুলের ডালা হাতে করে, দেশের হৃদয়-মন্দিরে এসে প্রবেশ করে। —প্রমথ চৌধুরী।

ব্যাখ্যা : 'বসন্ত' ও 'বঙ্কিমের রজনী' দুই বিজাতীয় পদার্থ। ধীরে ধীরে প্রবেশ করার বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। 'মত' সাদৃশ্যবাচক শব্দ। উপমার চারিটি অঙ্গ বর্তমান থাকায় পূর্ণোপমা হইয়াছে।

(iv) বজ্রসম অপবাদ বাজে
পোড়া বুকে।—মধুসূদন।

(v) তপ্ত শয্যা প্রিয়ার মতন সোহাগে ঘিরেছে মোরে।—রবীন্দ্রনাথ।

সঙ্কেত : উপমেয়—শয্যা, উপমান—প্রিয়া, সাধারণধর্ম—সোহাগে ঘেরা, সাদৃশ্যবাচক শব্দ—মতন।

১ (খ)। লুপ্তোপমা

উপমার চারিটি অঙ্গের মধ্যে [উপমেয়, উপমান, সাধারণধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ] যে-কোন একটির বা দুইটির উল্লেখ না থাকিলে লুপ্তোপমা হয়।

উদাহরণ : (i) বিজলীর ঝলাসম, বেণীর মাঝারে,
রত্নরাজী, তূণে শর মণিময় ফণী!—মধুসূদন।

ব্যাখ্যা : এখানে উপমেয়—রত্নরাজী, উপমান—বিজলীর ঝলা, সাদৃশ্যবাচক শব্দ—সম। সাধারণধর্ম অনুপস্থিত। সুতরাং উদ্ধৃতিটির প্রথমাংশে উপমার চারিটি অঙ্গের মধ্যে তিনটির স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় লুপ্তোপমা হইয়াছে। উদ্ধৃতিটির দ্বিতীয়াংশে আরেকটি লুপ্তোপমা আছে। উপমেয়—শর, উপমান—ফণী। সাধারণধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ অনুপস্থিত।

(ii) পাখীর নীড়ের মতন চোখ তুলে
নাটোরের বনলতা সেন।—জীবনানন্দ দাশ।

মন্তব্য : সাধারণধর্ম অনুপস্থিত।

(iii) তারপর ঐ কুন্‌কি জঙ্গলে ঢুকতেই সেখান থেকে বেরিয়ে এল এক প্রকাণ্ড দাঁত্‌লা,—মেঘের মত তার রঙ, আর পাহাড়ের মত তার ধড়।

—প্রমথ চৌধুরী।

সঙ্কেত : রঙ ও ধড় উভয়ক্ষেত্রেই উপমেয় ও উপমানের সাধারণ-ধর্মের উল্লেখ নাই।

(iv) কচি কলাপাতা সন্ধ্যা।—জগন্নাথ চক্রবর্তী।

সঙ্কেত : সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণধর্ম অনুপস্থিত।

(v) অঙ্গের লাবণ্য যার উপমেয় প্রিয়ঙ্গুলতায়।—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত।

সঙ্কেত : সাধারণধর্ম অনুপস্থিত।

১ (গ)। মালোপমা

একটি উপমেয়ের একাধিক উপমান থাকিলে মালোপমা অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) মলিন বদনা দেবী, হায়রে যেমতি,
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি ;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে—মধুসূদন।

ব্যাখ্যা : উপমেয়—দেবী (সীতা), উপমান—সূর্যকান্ত মণি ও রমা। সুতরাং একটি উপমেয়ের দুইটি উপমান থাকায় মালোপমা অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য : সীতা নারী, রমাও নারী ; সুতরাং একজাতীয় দুইটি পদার্থ লইয়া কি করিয়া উপমা হইল এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। সীতা মর্ত্যের মানবী ও রমা স্বর্গের দেবী—তাই তাহাদের বিজাতীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে অসুবিধা নাই।

(ii) দেখিলাম কৃতান্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের সারথির ন্যায়, নরকের দ্বারপালকের ন্যায় এক সেনাপতি আসিতেছে।—তারাশঙ্কর তর্করত্ন।

(iii) নদী যেমন সমুদ্রের দিকে ছুটিয়াছে, বর্তমান যেমন ভবিষ্যতের পথে ধাবমান, দিবস যেমন রাত্রির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, আমাদের জীবনও সেইরূপ মৃত্যুর দিকে আগাইয়া চলিয়াছে।—ক. বি. ১৯৪৬।

সঙ্কেত : উপমেয়—জীবন-মৃত্যু। উপমান—নদী-সমুদ্র, বর্তমান-ভবিষ্যৎ, দিবস-রাত্রি।

(iv) তোমার সে-চুল

জড়ানো সূতার মতো, নিশীথের মেঘের মতন।

—বুদ্ধদেব বসু।

সঙ্কেত : উপমেয়—চুল ; উপমান—সূতা, মেঘ।

(v) উড়ে হোক ক্ষয়

ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত

নিষ্ফল সঞ্চয়॥—রবীন্দ্রনাথ।

(vi) যেই না বলা অমনি হুড়মুড় করে, বাঘের সামনে পড়লে গোরুর পালের মত, কাল বৈশাখীর সামনে শুকনো পলাশ পাতার মত সবাই ধাওয়া করলে পাহাড়ের দিকে।—মুজতবা আলী।

সঙ্কেত : উপমেয় সবাই। উপমান—গোরুর পাল, পলাশ পাতা।

২। রূপক

উপমেয়ের সহিত উপমানের অভেদ কল্পনা করা হইলে রূপক অলঙ্কার হয়। রূপক-এ ক্রিয়াটি হয় উপমানের অনুযায়ী।

উদাহরণ : (i) আমি চাই উত্তরিতে জন্ম-জলধির

নিস্তরঙ্গ বেলাভূমি।—মোহিতলাল।

ব্যাখ্যা : এখানে 'জন্মের' (উপমেয়) সহিত 'জলধির' (উপমান) অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। ক্রিয়া 'উত্তরিতে' উপমান 'জলধির' সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং উদাহরণটিতে রূপক অলঙ্কার আছে।

(ii) সেখানে তাহার নির্জন প্রাণের গভীর, গোপন আকাশে সত্যের যে নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত জ্যোতিষ্মান হইয়া দেখা গিয়াছিল, এখানকার তরল জীবনানন্দের পূর্ণ জ্যোৎস্নায় হয়ত তাহারা চিরদিনই অপ্রকাশ থাকিয়া যাইত।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্কেত : এখানে প্রাণের সঙ্গে আকাশের, সত্যের সঙ্গে নক্ষত্রের, জীবনানন্দের সঙ্গে জ্যোৎস্নার অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে।

রূপক অলঙ্কার তিন প্রকারের হয়—(ক) নিরঙ্গ (খ) সাঙ্গ (গ) পরম্পরিত।

২ (ক)। নিরঙ্গ রূপক

যখন একটি উপমেয়ের সঙ্গে এক বা একাধিক উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়, তখন নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার হয়। ইহাতে উপমেয় ও উপমানের অঙ্গগুলির অভেদ কল্পনা করা হয় না কিম্বা একটি রূপকের কারণে আরেকটি রূপক সৃষ্টি করা হয় না।

উদাহরণ : (i) এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা। —রামপ্রসাদ।

ব্যাখ্যা : এখানে উপমেয় 'মানবের' সঙ্গে উপমান 'জমিনের অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। 'আবাদ করা'—এই ক্রিয়া উপমান 'জমিনের' অনুযায়ী। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাক্যটির শেষ দিকে আরো একটি উপমানের উল্লেখ আছে ('সোনা'), কিন্তু তাহার উপমেয়ের উল্লেখ নাই। সুতরাং একটি উপমেয়ের সঙ্গে একটি উপমানের অভেদ কল্পিত হওয়ায় নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য : উপমেয় 'মানবের' সঙ্গে একটিমাত্র উপমান 'জমিনের' অভেদ কল্পিত হওয়ায় এখানে যে নিরঙ্গ রূপক হইয়াছে, তাহাকে **কেবল নিরঙ্গ রূপক** বলা যাইতে পারে।

(ii) আমার এই পরাণ-পাথার মথন করে
ওগো কে জেগেছে! কে উঠেছে! —সত্যেন্দ্রনাথ।

সঙ্কেত : উপমেয়—পরাণ, উপমান—পাথার।

(iii) অন্তর মাঝে তুমি শুধু একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত শয়নে
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত গগনে
চারিদিকে চির যামিনী। —রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : এখানে একটি উপমেয়ের ('তুমি') সঙ্গে একাধিক উপমানের ('স্বপ্ন', 'পদ্ম' ও 'চন্দ্র') অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কারের উদাহরণ।

মন্তব্য : এই নিরঙ্গ রূপকে উপমেয় একটি ও উপমান একাধিক হওয়ায় ইহাকে **মালা নিরঙ্গ রূপক** বলা যাইতে পারে।

(iv) হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার ॥ —বিদ্যাপতি।

অর্থ : (তুমি আমার) হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাম্বূল, হৃদয়ের মৃগমদ (কস্তূরী), গলার হার, দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার।

২ (খ)। সাঙ্গ রূপক

যেখানে বিভিন্ন অঙ্গসমেত উপমেয়ের সহিত বিভিন্ন অঙ্গসমেত উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়, সেখানে সাঙ্গ রূপক হয়।

উদাহরণ : (i) শোকের ঝড় বহিল সভাতে ;
শোভিল চৌদিকে সুরসুন্দরীর রূপে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিশ্বাস প্রবল বায়ু ; অশ্রুবারিধারা
আসার ; জীমূত মন্দ্র হাহাকার রব। —মধুসূদন।

ব্যাখ্যা : এখানে মূল উপমেয় শোক, মূল উপমান ঝড়। মূল উপমেয় শোকের অঙ্গ পাঁচটি—বামাকুল, মুক্তকেশ, নিশ্বাস, অশ্রুবারিধারা, হাহাকার রব। মূল উপমান ঝড়ের অঙ্গও পাঁচটি—সুরসুন্দরী (বিদ্যুৎ), মেঘমালা, বায়ু, আসার, জীমূতমন্দ্র। পাঁচটি অঙ্গসমেত মূল উপমেয় শোকের সহিত পাঁচটি অঙ্গসমেত মূল উপমান ঝড়ের অভেদ কল্পিত হওয়ায় উদাহরণটিতে সাঙ্গরূপক অলঙ্কার হইয়াছে।

(ii) রজনীর নীড়ে ঘুমের পাখিরা উঠেছে জেগে,
আঁখি ঢুলে আসে তাদের পাখার বাতাস লেগে ;
কঙ্কা, জাগো ! —বুদ্ধদেব বসু।

সঙ্কেত : যেহেতু 'নীড়' না হইলে পাখির চলে না, ইহা তাহার আশ্রয়স্থল,—সেইজন্য নীড় ও পাখির মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ ধরা যাইতে পারে।

(iii) ধারামঞ্জীরে নভ-অঙ্গনা সঙ্গত করে সে সঙ্গে
রিমি রিমি ঝিমি ঝিমি। —যতীন্দ্রমোহন।

(iv) শরদিন্দু পুত্র ; বধূ শারদ কৌমুদী,
তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী ! অশ্রু বারি-ধারা
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল ! —মধুসূদন।

সঙ্কেত : উপমেয়—রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী (মন্দোদরী), পুত্র (মেঘনাদ), বধূ (প্রমীলা) ; উপমান—নিশি, শরদিন্দু, কৌমুদী। উপমেয়—রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী, অশ্রু, কপোল ; উপমান—নিশি, শিশির, পর্ণ।

(v) নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়ামৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছেন। —ক. বি. ১৯৫১।

ব্যাখ্যা : এখানে মূল উপমেয় 'যৌবন', মূল উপমান 'ছায়াবীথিকা'। উপমেয় যৌবনের অঙ্গ 'নবীন', উপমান ছায়াবীথিকার অঙ্গ 'মায়ামৃগী'। অঙ্গসমেত উপমেয়ের সহিত অঙ্গসমেত উপমানের অভেদ কল্পিত হওয়ায় সাঙ্গ রূপক অলঙ্কার হইয়াছে।

(vi) পড়িয়ে ভব-সাগরে, ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড়, মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করি ॥
একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাতে ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি।
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥ —শাক্তপদ।

সঙ্কেত : মূল উপমেয় ভব ; তাহার অঙ্গ—তনু, মায়া, মোহ, মন। মূল উপমান—সাগর, তাহার অঙ্গ—তরী, ঝড়, তুফান, মাঝি।

(vii) বিদ্যুৎ-ঠোঁট
হানে ধূম্রচূড়
ঝড়-গরুড়। —সত্যেন্দ্রনাথ।

সঙ্কেত : উপমেয়—ঝড়-ধূম্র-বিদ্যুৎ ; উপমান—গরুড়-চূড়া-ঠোঁট।

২ (গ)। পরম্পরিত রূপক

যদি একটি উপমেয়ের সহিত একটি উপমানের অভেদ কল্পনা অন্য উপমেয়ের সহিত অন্য উপমানের অভেদ কল্পনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তবে পরম্পরিত রূপক হয়।

উদাহরণ : (i) মরণের ফুল বড় হয়ে ফোটে
জীবনের উদ্যানে। —মোহিতলাল।

ব্যাখ্যা : এখানে 'মরণের' সঙ্গে 'ফুলের' অভেদ কল্পনার জন্যই 'জীবনের' সঙ্গে 'উদ্যানের' অভেদ কল্পনা করিতে হইয়াছে। সুতরাং ইহা পরম্পরিত রূপকের উদাহরণ।

(ii) ইংরাজি শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমে বপন করলেও তার চারা তুলে বাংলার মাটিতে বসাতে হবে, নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না। —প্রমথ চৌধুরী।

ব্যাখ্যা : শিক্ষার সঙ্গে বীজের রূপক হওয়ায় সাহিত্যের সঙ্গে ফুলের রূপক হইয়াছে। সুতরাং ইহা পরম্পরিত রূপকের উদাহরণ।

(iii) নাভিবিবর সঞে লোমলতাবলী
ভুজগী নিশাস পিয়াসা।
নাসা খগপতি চঞ্চু ভরম ভয়ে
কুচগিরিসন্ধি নিবাসা॥ —বিদ্যাপতি।

ব্যাখ্যা : অর্থ হইতেছে—'লোমাবলীরূপ ভুজগী নিঃশ্বাস বায়ু ভোজনে অভিলাষিণী হইয়া নাভিরূপ বিবর হইতে নির্গত হয়, কিন্তু

নাসিকাকে গরুড়ের চঞ্চু বলিয়া তাহার ভ্রম হয়, তজ্জন্য যাইতে পারে না, ভয়ে কুচরূপ গিরি দুইটির সন্ধিস্থলে প্রবিষ্ট হয়।' এখানে যে কয়েকটি রূপক আছে, তাহাদের মধ্যে পারম্পর্য রহিয়াছে বলিয়া ইহাদের পরম্পরিত রূপক বলা যাইতে পারে।

মন্তব্য : কবিকল্পিত ভ্রমের জন্য ইহা ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের উদাহরণও হইতে পারে।

(iv) চলে জীবনের দুর্গম কান্তারে
বঙ্কিত পথে পান্থ বৃষভযান। —নিশিকান্ত।

(v) চেতনার নটমঞ্চে নিদ্রা যবে ফেলে যবনিকা,
অচেতন-নেপথ্যের অভিনয় কর আয়োজন। —বুদ্ধদেব বসু।

(vi) ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা।
নাম-নৌকায় নিরবধি পার কর ভব-নদী
তব আগে কি ছার যমুনা ॥ —জ্ঞানদাস।

সঙ্কেত : নামের সঙ্গে নৌকার অভেদকল্পনাই ভবের সঙ্গে নদীর অভেদ কল্পনার কারণ।

৩। উৎপ্রেক্ষা

নিকট-সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলিয়া প্রবল সংশয় হইলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : বসিলা যুবতী
পদতলে, আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল। —মধুসূদন।

ব্যাখ্যা : এখানে উপমেয়—সীতার পদতলে উপবিষ্টা সরমা। উপমান—তুলসীতলায় প্রজ্বলিত সুবর্ণ দেউটি। উপমেয় সরমাকে উপমান প্রদীপ বলিয়া কবির যে সংশয় হইয়াছে, তাহা 'যেন' শব্দের প্রয়োগেই বোঝা যাইতেছে। সুতরাং ইহা উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের উদাহরণ।

উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকারের—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

৩। (ক) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা

নিকট-সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলিয়া প্রবল সংশয় হইলে এবং সংশয়মূলক শব্দটির উল্লেখ থাকিলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয়।

উদাহরণ : (i) জ্যোৎস্নাধারা বনানীর শিরে নীরবে ঝরে পড়ছে—যেন কোন পরিতৃপ্ত দেবতার আশীর্বাদ। —ক. বি. ১৯৪৫।

ব্যাখ্যা : এখানে উপমেয় 'জ্যোৎস্নাধারাকে' উপমান 'দেবতার আশীর্বাদ' বলিয়া সংশয় জাগিয়াছে এবং সেই সংশয়ের ভাবটি 'যেন' শব্দের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহা বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের উদাহরণ।

(ii) এক নিমেষে মিলিয়ে গেল মিশমিশে ওই মেঘের স্তরে,
গড়িয়ে যেন পড়ল মসী সোনায় লেখা লিপির পরে।—সত্যেন্দ্রনাথ।

সঙ্কেত : উপমেয়—মেঘাচ্ছন্ন সোনার আলো ; উপমান—মসীলিপ্ত সোনার লেখা।

(iii) হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক। —রবীন্দ্রনাথ।

সঙ্কেত : উপমেয়—হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা, উপমান—ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা। সংশয়সূচক 'যেন' উল্লেখিত।

(iv) চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল অলিভরে উলটায়॥ —বিদ্যাপতি।

সঙ্কেত : উপমেয়—রাধার অঞ্জনশোভিত চোখের বঙ্কিম দৃষ্টি, উপমান—ভ্রমরের দ্বারা আন্দোলিত নীলপদ্ম, সংশয়সূচক শব্দ—জনু (যেন)।

(v) পূর্বদিকে আরক্তিম অরুণ প্রকাশে,
পশ্চিমে দ্বিজেশ যান রোহিণীর পাশে ;
সারা নিশা গেল তাঁর নক্ষত্র সভায়,
তাই বুঝি পাণ্ডুবর্ণ সরমের দায়। —রঙ্গলাল।

সঙ্কেত : এখানে সংশয়সূচক শব্দ হইতেছে—'বুঝি'।

(vi) উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। —মধুসূদন।

(vii) এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা যেন খড়ের আগুন।—শরৎচন্দ্র।

সঙ্কেত : উপমেয়—লোক, উপমান—খড়ের আগুন। সংশয়সূচক শব্দ—'যেন।'

(viii) অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায়রে, নলিনী যেন দিবা অবসানে
ঢাকিল বদনশশী। কিম্বা অগ্নিশিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা।
কিম্বা সুধা ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেন দেবশত্রু সুধাংশু মণ্ডলে। —মধুসূদন।

ব্যাখ্যা : এখানে স্বর্ণমেঘের দ্বারা আবৃত দেবীকে (উপমেয়) দিবাশেষের পদ্ম, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিশিখা ও সুদর্শনচক্রের দ্বারা বেষ্টিত সুধাভাণ্ড (উপমান) বলিয়া সংশয় হইয়াছে। সংশয়সূচক শব্দ 'যেন' অগ্নিশিখার ক্ষেত্র ছাড়া অন্য দুইক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং পদ্ম ও সুধাভাণ্ডে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং অগ্নিশিখায় প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হইয়াছে।

মন্তব্য : একাধিক উপমানের সাহায্যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হইয়াছে বলিয়া ইহাকে **মালোৎপ্রেক্ষা** বলা যাইতে পারে।

(ix) বকল্যাণ্ড ষ্টীমারে দেখেছি—পাঁচ সাত শো মণ লোহার কল গায়ে গায়ে উঠ্‌ছে নাম্‌ছে, ঘুর্‌ছে ফির্‌ছে, যেন মাখমের জিনিষ—কোথাও একটি আঁচড় লাগে না। —কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(x) ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। —সুকান্ত ভট্টাচার্য।

সঙ্কেত : উপমেয়—চাঁদ ; উপমান—রুটি। 'যেন' বাচ্যোৎপ্রেক্ষা নির্দেশ করিতেছে।

(xi) দুপুর রাতের জ্যোৎস্না যেন দুপুর-নিঝুম রৌদ্রখানি।
—মোহিতলাল।

(xii) শ্রাবণের কালো ছায়া
নেমে আসে তমালের বনে
যেন দিক্‌ললনার
গলিত-কাজল-বরিষণে। —রবীন্দ্রনাথ।

৩ (খ)। প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা

নিকট-সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যদি উপমান বলিয়া প্রবল সংশয় হয় এবং সংশয়সূচক শব্দটির উল্লেখ না থাকিলেও সংশয়ের ভাবটি বেশ বোঝা যায়, তবে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হয়।

উদাহরণ : (i) তীরে শ্বেত শিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে একপ্রান্তে স্খলিত গৌরব
অনাদৃত, শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে, আয়ু পরিশেষ
মূর্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ।
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে। —রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : এখানে স্খলিত বসনকে (উপমেয়) অনাদৃতা নারী (উপমান) এবং কটিবিচ্যুত মেখলাকে (উপমেয়) অপমানিতা নারী (উপমান) বলিয়া সংশয় হইয়াছে। কোথাও সংশয়সূচক শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, তথাপি স্তবকটি পড়িলে সংশয়ের ভাবটি বেশ বোঝা যায়—'যেন অনাদৃত' 'যেন মৌন অপমানে'—এই কথাগুলিই যে কবি বলিতে

চান তাহা অনুধাবন করিতে পারা যায়। সুতরাং ইহা প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

মন্তব্য : স্তবকটির মধ্যে যেখানে 'যেন' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, সেখানে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয় নাই। কারণ এস্থলে 'যেন' শব্দের অর্থ হইতেছে 'যেমন' ; তাই অলঙ্কারটি হইতেছে উপমা।

(ii) কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর। —গোবিন্দদাস।

ব্যাখ্যা : অর্থ হইতেছে—'নর্তকশ্রেষ্ঠ কিশোর গৌরাঙ্গকে কি রূপেই না দেখিলাম ; সুরধুনীর তীর উজ্জ্বল করিয়া যেন একটি সোনার কল্পবৃক্ষ চলিয়া বেড়াইতেছে।' সুতরাং এখানে নৃত্য ও ভ্রমণরত শ্রীচৈতন্যকে (উপমেয়) একটি সঞ্চরমান সোনার গাছ (উপমান) বলিয়া সংশয় হইয়াছে ; কিন্তু সংশয়সূচক শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। সুতরাং অলঙ্কারটি নিঃসন্দেহে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

(iii) গিরিবর গরুয়া পয়োধর পরশিত গীমে গজমোতিম হারা।
কাম কম্বু ভরি কনক শম্ভুপরি ঢারত সুরধুনী ধারা॥
—বিদ্যাপতি।

সঙ্কেত : অর্থ হইতে সংশয়ের ভাবটি পাওয়া যাইতেছে—'কণ্ঠের গজমুক্তার হার গিরিধরতুল্য গুরু পয়োধর স্পর্শ করিয়াছে। (যেন) মদন কম্বু ভরিয়া স্বর্ণশম্ভুর উপর গঙ্গার জলধারা ঢালিতেছে।'

(iv) সাধ্বী জননীর দৃষ্টি
সমুদ্যত বাজ।—রবীন্দ্রনাথ।

সঙ্কেত : 'সমুদ্যত' শব্দের আগে 'যেন' বসাইয়া সংশয়ের ভাবটি ধরিতে হইবে।

(v) অন্তহীন তুহিন-নির্ঝরে
ঢাকা প'ল ধরণীর শ্যাম শোভা—বিধবা সে যৌবন সম্বরে।
—মোহিতলাল।

সঙ্কেত : 'বিধবা' শব্দের আগে 'যেন' শব্দ বসাইলে সংশয়ের ভাবটি বোঝা যাইবে।

(vi) কজ্জল কিরণে শোভা করিছে নয়ন।
মেঘের আবলী মাঝে শোভে তারাগণ। —চোর-পঞ্চাশৎ।

(vii) আনিছে শঙ্কিত কর্ণে তোর অলঙ্কার
উন্মাদিনী শঙ্করীর তাণ্ডব-ঝংকার। —রবীন্দ্রনাথ।

সঙ্কেত : উপমেয়—'তোর অলঙ্কার' ; উপমান—'শঙ্করীর তাণ্ডব-ঝংকার'। সংশয়সূচক শব্দ অনুপস্থিত।

(viii) পাতলা সাদা মেঘের টুকরো
স্থির হয়ে ভাসছে কার্তিকের রোদ্দুরে—
দেবশিশুদের কাগজের নৌকা।—রবীন্দ্রনাথ।

সঙ্কেত : উপমেয় 'মেঘের টুকরোকে' উপমান 'নৌকা' বলিয়া সংশয় হইয়াছে। সংশয়সূচক শব্দ উল্লেখ করা হয় নাই।

৪। সন্দেহ

যেখানে উপমেয় ও উপমান উভয়পক্ষে সমান সংশয় থাকে, সেখানে সন্দেহ অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) কে তুমি বিজনে বসি—
নর, কি ঋষি, দেবতা?
অঙ্গ ছাপি পুণ্যপ্রভা চমকে। —বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ব্যাখ্যা : বিজন বনে যাঁহাকে দেখা যাইতেছে, তিনি নরও (উপমেয়) হইতে পারেন, আবার ঋষি কিংবা দেবতাও (উপমান) হইতে পারেন। উপমেয় ও উপমান উভয় পক্ষেই সমান সংশয় রহিয়াছে বলিয়া ইহা সন্দেহ অলঙ্কারের উদাহরণ।

(ii) স্বর্ণ পাত্রে সুধারস, না সে বিষ? কে করে শোচনা।
পান করি সুনির্ভয়ে, মুচকিয়া হাসে যবে ললিত-লোচনা।
—মোহিতলাল।

সঙ্কেত : উপমেয়—সুধারস, উপমান—বিষ। সংশয় উভয় দিকেই।

(iii) বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিংবা ভবের ভবানী,
ব্রহ্মার ব্রাহ্মণী কিংবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী। —ভারতচন্দ্র।

(iv) মনে হল মেঘ, মনে হল পাখি, মনে হল কিশলয়,
ভালো করে যেই দেখিবারে যায় মনে হল কিছু নয়।
দুই ধারে একি প্রাসাদের সারি, অথবা তরুর মূল,
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল?
—রবীন্দ্রনাথ।

(v) যার কাছে কথা কই, সে কি শুয়ে আছে
মাথা রেখে নরম বালিসে?
অথবা ঘুমায় সে কি আকাশের বুকে,
সমুদ্রের সাদা মুখে মিশে? —বুদ্ধদেব বসু।

(vi) নারীর মুখে আমি কি দেখিলাম!
নয়ন মাঝে অশ্রু টলমল? কিম্বা কমল শিশির ঝলমল?
চলিতে পথে চমকি দাঁড়ালাম।

ব্যাখ্যা : উপমেয়—নয়ন ও অশ্রু, উপমান—কমল ও শিশির। উপমেয় ও উপমান উভয়পক্ষেই সংশয় রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ অলঙ্কার হইয়াছে।

(vii) একি হেরিলাম আমি?
গগনের শশী সহসা এল কি
ধরণীর বুকে নামি? —ক. বি. ১৯৫৩।

মন্তব্য : উপমান—গগনের শশী। উপমেয় পক্ষটি উল্লিখিত হয় নাই বটে, তবে তাহা ব্যঞ্জনায় পাওয়া যাইতেছে। সংশয় উভয় দিকে।

৫। অপহ্নুতি

যদি উপমেয়কে অস্বীকার করিয়া উপমানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ। (i) চোখে চোখে কথা নয়গো, বন্ধু,
আগুনে আগুনে কথা। —অন্নদাশঙ্কর।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে উপমেয় 'চোখকে' অস্বীকার করিয়া উপমান 'আগুনকে' প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা অপহ্নুতি অলঙ্কারের উদাহরণ।

(ii) আমি তৃষিতের প্রাণের নিশীথে বাসনা-বাসন্তিকা,
ধূম নয়, সে যে অলি-লাঞ্ছন কাঞ্চন-মল্লিকা। —মোহিতলাল।

সঙ্কেত ঃ উপমেয় 'ধূম' ('ধূম নয়') নিষিদ্ধ, উপমান 'অলি-লাঞ্ছন কাঞ্চন-মল্লিকা' প্রতিষ্ঠিত।

(iii) কপালে সিন্দূরবিন্দু নব অরবিন্দ বন্ধু
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু।
করিয়া তিমির মেলা ধরিয়া কুন্তলছলা
বন্দী সে করিলা রবি-ইন্দু। —ক. বি. ১৯৫২।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে উপমেয়—কুন্তল, উপমান—তিমির। 'ছলা' শব্দ ব্যবহার করিয়া উপমেয়টিকে অস্বীকার ও উপমানটিকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা অপহ্নুতি অলঙ্কারের উদাহরণ।

(iv) সৌধোপরি আরোহিয়া দেখিছ কি দাঁড়াইয়া সারি সারি পুরনারীগণ।
আলুথালু কেশপাশ আলুথালু নীলবাস কেঁদে কেঁদে লোহিত নয়ন॥
আমি ত না নারী বলি শ্যামল জলদাবলী নারীরূপে উঠেছে উপরে।
ঐ দৃষ্টি দৃষ্টি নয় সৌদামিনী সুনিশ্চয় চপলতা হেরে ভয় করে॥
—ক. বি. ১৯৪৭।

সঙ্কেত ঃ উপমেয়—নারী, উপমান—জলদাবলী। উপমেয়-দৃষ্টি, উপমান—সৌদামিনী। 'দৃষ্টি নয়' ও 'না নারী বলি' উপমেয়কে অস্বীকার করার প্রমাণ।

(v) আশীর্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি! —মধুসূদন।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে উপমেয়—আশীর্বাদ, উপমান—নমস্কার। 'ছলে' শব্দ ব্যবহার করিয়া উপমেয়টিকে অস্বীকার ও উপমানটিকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা অপহ্নুতি অলঙ্কারের উদাহরণ।

(vi) নারী নহ, কাব্য তুমি, তোমা' পরে কবির প্রসাদ,
কবির কল্পনা-মোহে চক্ষে তব ঘনায়েছে ঘোর। —বুদ্ধদেব বসু।

সঙ্কেত : উপমেয়—নারী, উপমান—কাব্য। 'নহ' শব্দে উপমেয় অস্বীকৃত।

(vii) ও-সব কলঙ্ক নয়, অশ্রুচিহ্ন ; ভক্ত ছিল তারা,
ঢালিয়াছে যুগে যুগে এর পরে প্রেম অশ্রুধারা। —কালিদাস রায়।

(viii) এ তো মালা নয়গো, এ যে তোমার তরবারি। —রবীন্দ্রনাথ।

৬। নিশ্চয়

যদি উপমানকে নিষিদ্ধ করিয়া উপমেয়কে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে নিশ্চয় অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে ;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে। —রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : এখানে উপমেয়—সাগর ও ফেন-হিল্লোল, উপমান বনমর্মর ও কুঞ্জ। দুই ক্ষেত্রেই উপমানকে অস্বীকার করিয়া উপমেয়কে স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং উদ্ধৃতিতে নিশ্চয় অলঙ্কার আছে।

মন্তব্য : এখানে অনুপ্রাসের উদাহরণও আছে।

(ii) রোধিছে যে কোলাহল, বলি,
শ্রবণ-কুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি ;—
গরজে রাক্ষসচমূ মাতি বীরমদে। —মধুসূদন।

(iii) আমি নারী, হর নই, শুন্‌রে মদন,
বিনা অপরাধে কেন বধরে জীবন ;
এ যে বেণী, ফণী নয়, নহে জটাজূট,
কণ্ঠে নীলকান্ত-আভা, নহে কালকূট,
কপালে চন্দন-বিন্দু সিন্দুর দেখিয়ে,
ভ্রমেতে ভেবেছ মদন ! শশী হুতাশন॥ —রাম বসু।

(iv) কত না বেদন মোহি দেসি মদনা।
হর নহি বলা মোহি যুবতি জনা॥
বিভূতিভূষণ নহি চান্দনক রেণু।
বাঘছাল নহি মোরা নেতক বসনু॥
চান্দনক বিন্দু মোরা নহি ইন্দু গোটা।
ললাট পাবক নহি সিন্দূরক ফোঁটা॥
নহে কণ্ঠে কালকূট মৃগমদ চারু।
ফণিপতি নহি মোরা মুকুতা হারু॥ —বিদ্যাপতি।

ব্যাখ্যা : কবিতাটির তাৎপর্য হইতেছে—'হে মদন, কেন আমাদের এত কষ্ট দিতেছ? আমাকে হর বলো না, আমি যুবতী। এ বিভূতি নয়, চন্দনের গুঁড়া; এ বাঘছাল নয়, গরদের কাপড়; কপালে চন্দ্র নয়, চন্দনের তিলক; ললাটে অগ্নি নয়, সিন্দূরের ফোঁটা; কণ্ঠে কালকূট নয়, কস্তূরী; এ ফণী নয়, মুক্তার হার।' সর্বত্রই উপমানকে নিষিদ্ধ করিয়া উপমেয়কে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় অলঙ্কার হইয়াছে।

(v) নমি সেই মানবীরে—
দেবী নহে, নহে সে অপ্সরা। —মোহিতলাল।

সঙ্কেত : উপমান 'দেবী' ও 'অপ্সরাকে' নিষিদ্ধ করিয়া উপমেয় 'মানবীকে' প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

(vi) চাঁদ নিবে যাক নিবুক জোছনা,
তাতে কিবা আসে যায়।
হৃদয়-গগনে তুমি জেগে আছ
অম্লান মহিমায়। —ক. বি. ১৯৫৩।

মন্তব্য : ইহা প্রতীপও হইতে পারে (দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী)। 'নিবে যাক' ও 'কিবা আসে যায়' প্রত্যাখ্যানেরও কথা, সন্দেহ নাই।

সন্দেহ, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি ও নিশ্চয় অলঙ্কারের পার্থক্য :

(১) উপমেয় ও উপমান উভয় বস্তুতে সমান সংশয় হইলে সন্দেহ অলঙ্কার হয়। এই ক্ষেত্রে সংশয় দ্বিকোটিক (উপমেয় ও উপমান উভয়েতে)। উদাহরণ—'ইহা মুখ, না চাঁদ ?'

(২) উপমেয়কে উপমান বলিয়া সংশয় হইলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। এই ক্ষেত্রে সংশয় এককোটিক (অর্থাৎ উপমানে)। উদাহরণ— 'এই মুখটি যেন চাঁদ।'

(৩) উপমেয়কে অস্বীকার করিয়া উপমানকে স্বীকার করিলে অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—'ইহা মুখ নয়, চাঁদ।'

(৪) উপমানকে অস্বীকার করিয়া উপমেয়কেই স্বীকার করিলে নিশ্চয় অলঙ্কার হয়। ইহা অপহ্নুতি অলঙ্কারের বিপরীতধর্মী। উদাহরণ—'ইহা মুখই, চাঁদ নয়।'

৭। ভ্রান্তিমান

অতি সাদৃশ্যবশতঃ উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের প্রভেদ নির্ণয় করিতে না পারিয়া যদি উপমেয়কে উপমান বলিয়া ভুল করা হয়, তবে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হয়। বাস্তবিক ভুলে ভ্রান্তিমান হয় না, কবিকল্পিত ভুলে হয়।

উদাহরণ : (i) বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান ; সচকিতে জগৎ জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা। ডাকিল ফিঙা ; আর পাখী যত
পুরিল নিকুঞ্জ পুঞ্জ প্রভাতী সঙ্গীতে।
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য উঠিলা সাধিতে ! —মধুসূদন।

ব্যাখ্যা : উপমেয়—দেবযান ; উপমান—সূর্য। দেবযান যখন আকাশ-পথে স্বর্গ হইতে কৈলাসে যাইতেছিল, তখন তাহার স্বর্গীয়

বিভায় সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছিল। প্রভাতে সূর্যোদয় হইয়াছে মনে করিয়া পাখির দল নিকুঞ্জে ডাকিয়া উঠিল, কুলবধূ শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহকার্যে আত্মনিয়োগ করিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দেবযানের বিভা ও সূর্যের রশ্মির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া জগৎবাসী ও বিহঙ্গের দল সূর্যোদয় হইয়াছে বলিয়া ভুল করিয়াছে। তবে এই ভুল বাস্তবিক নয়, কবিকল্পিত। সুতরাং এখানে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য ঃ তৃতীয় পংক্তির 'বুঝি' শব্দ দেখিয়া উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের কথা মনে পড়িতে পারে। কিন্তু এই 'বুঝি' শব্দ এখানে অপপ্রয়োগ ; সুতরাং উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

(ii) তোমার মুখে গুনগুনিয়ে ভ্রমর এলো,
কমল বলে ভুল করে সে
স্পর্শ ছড়ালো ঃ
আমার ঈর্ষা জাগালো।

সঙ্কেত ঃ মুখকে (উপমেয়) কমল (উপমান) বলিয়া ভুল করিয়া ভ্রমর তাহা স্পর্শ করিয়াছে।

(iii) এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি॥
এক দিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে। —চণ্ডীদাস।

ব্যাখ্যা ঃ উপমেয়—শ্রীকৃষ্ণ, উপমান—চুল, মেঘ ও ময়ূরের কণ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ কালো এবং চুল, মেঘ ও ময়ূরের কণ্ঠের বর্ণও কালো। এই নিকট-সাদৃশ্য-হেতু রাধা চুল খুলিয়া দেখিতেছেন, মেঘের দিকে উন্মুখ হইয়া হাত তুলিয়া কি কহিতেছেন এবং ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের

দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। রাধার এই ভ্রান্তি মধুর ও কবিকল্পনার চমৎকারিত্বের উদাহরণ। সুতরাং এখানে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য : রাধার ভ্রমকে শ্রীচৈতন্যের ভ্রমের মতো বাস্তবিক মনে করিলে চণ্ডীদাসের কবিত্বের চমৎকারিত্ব নিঃসন্দেহে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে। আর সংস্কৃত-আলঙ্কারিকদের অনুসরণে এই ভ্রান্তিকে 'বিরহাদিকৃত উন্মাদের ফল' মনে করিলে ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের ক্ষেত্রকে অত্যধিক সঙ্কুচিত করা হইবে।

(iv) সুন্দরি জানলি তুয়া দুরভান।
হরিউর মুকুরে হেরি নিজ ছাহরি তা হে সৌতিনি করি মান।
—গোবিন্দদাস।

ব্যাখ্যা : 'নিজ ছাহরির' (চেহারা) প্রতিবিম্ব দেখিয়া 'সৌতিনি' (সতীন) বলিয়া শুধু ভুলই করা হয় নাই, সেই ভুল অনুযায়ী 'মানও' করা হইয়াছে। এই ভুল ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের চমৎকার উদাহরণ।

(v) দেখ সখে, উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি
প্রতিবিম্ব করি দরশন,
জলে কুবলয়ভ্রমে বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করিছে যতন। —নবীন সেন।

ব্যাখ্যা : উপমেয়—অক্ষি, উপমান—কুবলয়। পদ্মাক্ষী নারী জলে আপন চোখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাকে কুবলয় বলিয়া ভুল করিয়াছে এবং সেই পদ্মকে বারে বারে ধরিতে চেষ্টা করিতেছে। চোখের সঙ্গে কুবলয়ের নিকট-সাদৃশ্যের জন্যই এই মধুর ভুলের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে এই ভ্রম বাস্তবিক নয়, কবিকল্পিত। সুতরাং এখানে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হইয়াছে।

(vi) হরি হরি বোলি ধরনি ধরি উঠই বোলত গদগদ ভাখ।
নীল গগন হেরি তোহারি ভরমভরে বিহি সঞে মাগয়ে পাখ॥

সঙ্কেত : উপমেয়—নীল গগন; উপমান—'তোহারি' (শ্রীকৃষ্ণ)।

উৎপ্রেক্ষা ও ভ্রান্তিমানের পার্থক্য ঃ

উৎপ্রেক্ষায় উপমেয়কে উপমান বলিয়া সংশয় হইলেও উভয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু সচেতনতা থাকেই। কিন্তু ভ্রান্তিমানে উপমেয়কে উপমান বলিয়া ভুল করা হয় এবং তাহাদের পার্থক্য সম্বন্ধে কোন সচেতনতা থাকে না। শুধু তাহাই নয়, সেই ভুলকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া কাজও করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, উৎপ্রেক্ষায় জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবেই উপমেয়কে উপমান বলিয়া সংশয় হয়; কিন্তু ভ্রান্তিমানের ভ্রম অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছাকৃতভাবেই দেখা দেয়।

৮। অতিশয়োক্তি

উপমেয় ও উপমানের অভেদ কল্পনার জন্য উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দেশ করিলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) মারাঠার যত পতঙ্গপাল কৃপাণ অনলে আজ,
ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফিরে নাকো যেন গর্জিলা তুমরাজ।

—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : এখানে প্রথম চরণে ‘পতঙ্গপাল’ উপমান; এই উপমানের উপমেয় **‘সৈনিকবৃন্দ’** উহ্য রহিয়াছে। উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের অভেদ কল্পনার জন্যই উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকে উপমেয়রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের উদাহরণ।

(ii) রমা, বাঁশ নুইয়ে ফেল্‌তে চাও ত, এই বেলা, পেকে গেলে আর হবে না, তা নিশ্চয় বলে দিচ্ছি।

—শরৎচন্দ্র।

সঙ্কেত : বাঁশ—উপমান; উপমেয় ‘রমেশ’ অনুক্ত রহিয়াছে।

(iii) আক্রোদিতেকে অর্ঘ্য দিতেছে সোনার বাটি স্বর্গ দুহিতা হেলেন—দুরাশা সব পুরুষের।

—বুদ্ধদেব বসু।

সঙ্কেত : সোনার বাটি—উপমান; উপমেয়—স্তন (অনুক্ত)।

(iv) কিন্তু বয়সে কিশোরী হলে কি হবে, একেবারে জাত কেউটের বাচ্চা, তিন টাকার দর আড়াই টাকা বলতেই ফোঁস করে এক ছোবল মেরে বল্‌লো—'আর মোচা চিংড়ি খায় না, ভাগা দেওয়া কুচো চিংড়ি নাওগে যাও।'

—কাল পেঁচা।

সঙ্কেত : জাত কেউটের বাচ্চা—উপমান; মেছুনি (অনুক্ত) —উপমেয়।

(v) হায় শূর্পণখা !
কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুইরে অভাগী,
কাল পঞ্চবটী বনে, কালকূটে ভরা
এ ভুজগে। —মধুসূদন।

ব্যাখ্যা : উপমান—ভুজগ; উপমেয়—রামচন্দ্র (অনুক্ত)। উপমেয় রামচন্দ্রের উল্লেখ না করিয়া উপমান ভুজগের দ্বারাই ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা অতিশয়োক্তির উদাহরণ।

(vi) দানব আসে। পতাকা ওড়ে। ধিকি ধিকি চলে যায়।
বাঁকানো ধনুকে কালো কুর্তা স্থবির দাঁড়িয়ে থাকে।

সঙ্কেত : উপমান—দানব; উপমেয়—ট্রেন (অনুক্ত)। উপমান—বাঁকানো ধনুকে কালো কুর্তা; উপমেয়—জরাজীর্ণ স্টেশন-মাস্টার (অনুক্ত)।

(vii) পঞ্চদেশের পাঞ্চালীরে
আন্‌তে হবে এবার ফিরে'
জয়ের যশে ভর্‌তে মায়ের তৃষ্ণার্ত অন্তর। —যতীন্দ্রমোহন।

সঙ্কেত : উপমান—পাঞ্চালী; উপমেয়—গানের সুর (অনুক্ত)।

(viii) এক গুছি চুল
কানের দুলের পার্শ্বে
নেমেছে শিথিল হয়ে
মেদুর মেঘের রাত থেকে। —প্রেমেন্দ্র মিত্র।

সঙ্কেত : উপমান—মেঘাচ্ছন্ন রাত; উপমেয়—চুল (অনুক্ত)।

(ix) বন থেকে এলো এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর॥ —ঈশ্বর গুপ্ত।

সঙ্কেত : উপমান—টিয়ে ; উপমেয়—আনারস (অনুক্ত)।

(x) আত্মঘাতী প্রেম তার !—জানে না সে কিসের কারণ
নারীর অধরে হায় পান করে কালকূট মানে না বারণ।

—মোহিতলাল।

সঙ্কেত : উপমান—কালকূট, উপমেয়—চুম্বনমদিরা (অনুক্ত)।

প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা অতিশয়োক্তিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের অনুকরণে বাঙলাতে অলঙ্কারের শ্রেণীবিভাগ করিতে চাই না। কারণ, এই ধরনের সূক্ষ্ম-বিভাগ অলঙ্কার-বিচারে জটিলতা সৃষ্টি করে। উপরে যে অতিশয়োক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাই নিঃসন্দেহে খাঁটি অতিশয়োক্তি। ইহা ছাড়া, ইংরেজী hyperbole-জাতীয় আরেক শ্রেণীর অতিশয়োক্তি অলঙ্কার স্বীকার করা যাইতে পারে। অসম্ভবের বর্ণনা যেখানে আছে, সেখানে উক্তির আতিশয্যকে অবলম্বন করিয়া এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিশয়োক্তির উদ্ভব হয়।

(xi) অমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল ফোটা।

—রবীন্দ্রনাথ।

(xii) এই দূর পল্লীপ্রান্তরের নদীতীরের সকল শ্যামলতা, সকল সরসতা, পথিপ্রান্তে বনফুলের সকল সরলতা ছানিয়া এমুখ (নারী অর্পণার মুখ) গড়া··· ।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(xiii) বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বি-ধাত্রীর।

—নজরুল।

(xiv) প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, দুশো পৃষ্ঠার বই পাঁচ দিনে লিখে ফেল্‌বো। যেমনি প্রতিজ্ঞা, তেমনি কাজ। সাফল্যের আনন্দে আমার বুকটা সাত হাত উঁচু হয়ে উঠলো।

ব্যাখ্যা : বুক সাত হাত উঁচু হওয়া অসম্ভব। উক্তিতে অতিশয়তার ভাব থাকায় Hyperbole বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

৯। ব্যতিরেক

উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সূচিত হইলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) সিংহ জিনি মাঝা থীনি
তনু অতি কোমলিনী। —বিদ্যাপতি।

ব্যাখ্যা : সিংহের কটির চেয়ে রাধার কটি ক্ষীণ—এই উক্তিতে উপমানের (সিংহের কটি) চেয়ে উপমেয়ের (রাধার কটি) উৎকর্ষ সূচিত হওয়ায় ('জিনি' শব্দ লক্ষণীয়) ব্যতিরেক অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য : ইহাকে উপমেয়ের উৎকর্ষের নিমিত্ত **উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক** অলঙ্কার বলা যাইতে পারে।

(ii) স্ফুট-চম্পক-দল-নিন্দিত উজ্জ্বল তনুশোভা।
পদ-পঙ্কজে নূপুর বাজে শেখর মনোলোভা॥ —শেখর।

সঙ্কেত : এখানে 'নিন্দিত' শব্দ ব্যবহারের দ্বারা উপমান 'চম্পক-দলের' চেয়ে উপমেয় 'তনুশোভার' উৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে। উৎ-কর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

(iii) শুধু তব জগদীশ কণ্ঠে ধরেছেন বিষ
সর্ব অঙ্গে তোমার গরল। —কালিদাস রায়।

সঙ্কেত : উপমেয়—চাঁদসাগর ('তব'), উপমান—মহাদেব ('জগদীশ')। উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

(iv) কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
মর, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে। —মধুসূদন।

সঙ্কেত ঃ উপমেয়—রাবণের সভাগৃহ ('ইহার'), উপমান—পাণ্ডবদের সভাগৃহ। 'ছার' শব্দ ব্যবহার করিয়া উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বোঝানো হইয়াছে। উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক। 'কি ছার' প্রত্যাখ্যান বুঝাইলে প্রতীপও হইতে পারে।

(v) কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা?
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা। —ভারতচন্দ্র।

(vi) ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন মোহন আভরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গতি বিজুরি চমক জিতি দগধল কুলবতি লাজ॥
—গোবিন্দদাস।

(vii) ঠোঁটের কোলে হাসি দেখে
বিজলী মেঘের ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকে,
অশ্রু ঝরে হাজার ধারায় শাসন বুঝি মানে না,
বাদল বলে, আমি নামব না।

(viii) যৌবন বসন্ত সম সুখময় বটে,
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন,
ফিরে না ফিরে না আর ফিরে না যৌবন। —সংস্কৃত হইতে।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে উপমেয়—যৌবন; উপমান—বসন্তকাল। উপমানের চেয়ে ('পুনঃ বসন্তের হয় আগমন') উপমেয়ের অপকর্ষ ('ফিরে না যৌবন') বর্ণিত হওয়ায় ব্যতিরেক অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য ঃ ইহাকে উপমেয়ের অপকর্ষের জন্য **অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক** অলঙ্কার বলা যাইতে পারে।

(ix) দিনে দিনে শশধর হয় বটে তনুতর,
পুন তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর তনু ক্রমশঃ হইল তনু
আর ত নূতন নাহি হয়॥ —হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন।

সঙ্কেত : উপমেয়—তনু ; উপমান—শশধর। অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

(x) প্রেম বন্যার মতো আসে। তবে বন্যার দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী হয় না, কিন্তু প্রেমের আগুন জীবনকে চিরকাল দগ্ধ করে।

—রবীন্দ্রনাথ।

(xi) কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত।

সঙ্কেত : উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক। 'লজ্জাহত' শব্দ উপমেয়ের উৎকর্ষ ও উপমানের অপকর্ষসূচক।

১০। প্রতীপ

প্রসিদ্ধ উপমানকে উপমেয় রূপে বর্ণনা করিলে প্রতীপ অলঙ্কার হয়। প্রসিদ্ধ উপমানের প্রত্যাখ্যানেও প্রতীপ হইতে পারে।

উদাহরণ : (i) তোমার নয়নসম বটে ইন্দীবর,
সলিলে নিমগ্ন হইল আমার গোচর।
তব মুখ-তুল্য শশী জগতে বিদিত,
কাল বশে কাল মেঘে হইল আচ্ছাদিত॥ —ক. বি. ১৯৪৭

ব্যাখ্যা : সাধারণতঃ নয়নকে (উপমেয়) ইন্দীবরের (উপমান) এবং মুখকে (উপমেয়) শশীর (উপমান) সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু এখানে ইন্দীবর ও শশী এই দুইটি প্রসিদ্ধ উপমানকে উপমেয় রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা প্রতীপ অলঙ্কারের উদাহরণ।

(ii) নিবিড় কুন্তলসম মেঘ নামিয়াছে মম
দুইটি তীরে। —রবীন্দ্রনাথ

(iii) সবুজ মাঠের পাশে এসে দাঁড়ালাম—ধানের নতুন চারার উপর বাতাস ঢেউ খেলে যাচ্ছে—কোঁকড়ানো চুলের মতো।

সঙ্কেত : সাধারণতঃ কোঁকড়ানো চুলকে ঢেউ-খেলানো ধানের ক্ষেতের সঙ্গে তুলনা করা হয়, কিন্তু এখানে ঢেউ-খেলানো ধানের ক্ষেতকেই কোঁকড়ানো চুলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

(iv) দুর্জয় যথায় তথা কেন হলাহল।
জ্ঞাতি যথা কেন তথা প্রদীপ্ত অনল॥ —ক্ষেমানন্দ।

ব্যাখ্যা : উপমেয় 'দুর্জয়ের' উপমান 'হলাহলকে' এবং উপমেয় 'জ্ঞাতির' উপমান 'অনলকে' এখানে নিষ্ফল বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা প্রতীপ অলঙ্কারের উদাহরণ।

(v) প্রভাত বেলায় হেলাভরে করে অরুণ-কিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন-গুচ্ছ! —রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : উপমেয়—রডোডেনড্রন-গুচ্ছ, উপমান—অরুণ-কিরণ। 'তুচ্ছ' শব্দ প্রত্যাখ্যানসূচক। অতএব প্রতীপ অলঙ্কার এখানে আছে (দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী)।

মন্তব্য : উপমানের চেয়ে উপমেয়ের উৎকর্ষ বুঝাইতেছে বলিয়া ইহাকে ব্যতিরেক অলঙ্কারের উদাহরণও বলা যায়। বস্তুতঃ ব্যতিরেক ও প্রতীপের (দ্বিতীয় সংজ্ঞা) পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম ও সামান্য।

১১। সমাসোক্তি

অচেতন উপমেয়ে চেতন উপমানের কিম্বা চেতন উপমেয়ে অচেতন উপমানের ব্যবহার আরোপ করা হইলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। ইহাতে উপমানের উল্লেখ থাকে না, তাহার ব্যবহারের উল্লেখ থাকে।

উদাহরণ : (i)
ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে
শান্তদৃষ্টি চাহে তোমা পানে ; সন্ধ্যাসখী ভালবেসে
স্নেহকরস্পর্শ দিয়ে সান্ত্বনা করিয়ে চুপচুপে
চলে যায় তিমির মন্দিরে : রাত্রি শোনে বন্ধুরূপে
গুমরি' ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে ফুলে।
—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : এখানে অচেতন প্রভাত, সন্ধ্যা ও রাত্রির (উপমেয়) উপর চেতন মানবীর (উপমান) ধর্ম আরোপ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা সমাসোক্তি অলঙ্কারের উদাহরণ।

(ii) নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি,
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজ-সুন্দরী,
তোমার ! উঠগো শোক পরিহরি, সতি ! —মধুসূদন।

সঙ্কেত ঃ অচেতন রাজপুরীর উপর ক্রন্দনরতা সুন্দরীর ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে।

(iii) শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই,
আয় আয় কাঁদিতেছে তেমনি সানাই। —ক. বি. ১৯৫২।

সঙ্কেত ঃ আয় আয় করিয়া কাঁদা মানুষের ধর্ম (উপমান) এবং সেই ধর্ম সানাইতে (উপমেয়) আরোপিত।

(iv) গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্তদেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি,
তুমি কোন গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি। —রবীন্দ্রনাথ।

(v) বিজন বনের বুকের ব্যথা,
তরুলতার মনের কথা,
তপ্ত হাওয়ার হাই লেগে হয় পাতায় পাতায় কানাকানি। —মোহিতলাল।

(vi) যেথায় ধরণী করে নয়ন উন্মেষ
ধরণীনাথের পানে, প্রথম পুলকে
ছাড়িয়া সূতিকা-গৃহ, লজ্জারাঙা চোখে। —যতীন্দ্রমোহন।

(vii) জানালার কাছে চীৎকার করে মরবে বাতাস,
জানালার কাছে মুরছি' পড়িবে ভোরের আকাশ। —বুদ্ধদেব বসু।

(viii) ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া। —রবীন্দ্রনাথ।

(ix) ফুটিনু, প্রিয়, তোমার আলোয়,
ফুটিনু আমি নারী ;
তোমার দোলায় থাকিয়া থাকিয়া
উঠিনু মর্মরি'।

ব্যাখ্যা : এখানে **চেতন উপমেয়** নারীর উপর **অচেতন উপমান** ফুল ('ফুটিনু') ও শুষ্কপত্রের ধর্ম ('মর্মরি') আরোপ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা সমাসোক্তি অলঙ্কারের উদাহরণ।

সমাসোক্তি ও রূপকের পার্থক্য :

রূপকে উপমেয়ের উপর উপমানের আরোপ হয়। কিন্তু সমাসোক্তিতে উপমেয়ের উপর উপমানের আরোপ হয় না, উপমানের ব্যবহারের আরোপ হয়। রূপকে উপমানের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে, কিন্তু সমাসোক্তিতে বিশেষ ব্যবহার হইতে উপমানটি বুঝিয়া লইতে হয়, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না।

উদাহরণ :

বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম অবসানে
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে।

ইহা সমাসোক্তির উদাহরণ। কারণ, উপমেয় 'বসুন্ধরার' উপর উপমান 'নারীর' ধর্ম (বেড়া ধরিয়া দিগন্তের পানে চাহিয়া থাকা) আরোপ করা হইয়াছে। লক্ষণীয় এই যে, উপমান নারীর কোন উল্লেখ নাই, শুধু তাহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

'ধরা-নারী', দিবসের কর্ম অবসানে
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে।

উদ্ধৃতিটি যদি এইভাবে পরিবর্তিত হয়, তবে ইহা রূপকের উদাহরণ হইবে। কারণ, এইক্ষেত্রে উপমান নারীর স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং উপমেয় ধরার উপর আরোপিত হইয়াছে।

১২। প্রতিবস্তূপমা

যেখানে উপমেয় ও উপমান দুইটি পৃথক বাক্যে থাকে, তাহাদের সাধারণধর্ম তাৎপর্যে এক হইয়াও বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয় এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগ হয় না, সেখানে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নিশিখা ? অগ্নিশিখা তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে। —মধুসূদন।

ব্যাখ্যা : উপমেয় 'প্রমীলার' কথা এক বাক্যে বিন্যস্ত হইয়াছে ; উপমান 'অগ্নিশিখার' কথা বিন্যস্ত হইয়াছে ভিন্নতর বাক্যে। অগ্নি-শিখার ধূমপুঞ্জের দ্বারা আবৃত না-হওয়া এবং প্রমীলার ধূমরাশি ভেদ করিয়া চলিয়া যাওয়ার মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য থাকিলেও তাৎপর্যে তাহা এক। সাদৃশ্যবাচক শব্দ এখানে অনুপস্থিত। সুতরাং ইহা প্রতিবস্তূপমার উদাহরণ।

(ii) গাভী যে তৃণটি খায়, করে জলপান,
তার সার দুগ্ধরূপে করে প্রতিদান।
পরদ্রব্য সাধু যদি করেন গ্রহণ ;
জীবের মঙ্গল হেতু করেন অর্পণ। —রজনীকান্ত।

সঙ্কেত : উপমেয়—সাধু, উপমান—গাভী। গাভীর তৃণজলের সারকে দুগ্ধরূপে দান করা ও সাধুর পরদ্রব্য প্রত্যর্পণ করার তাৎপর্য এক, যদিও ভাষা ভিন্ন।

(iii) সাথে মনমথ, হাতে ফুলধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুলশরে ভরা ;—
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী। —মধুসূদন।

সঙ্কেত : উপমেয়—পার্বতী (অনুক্ত) ; উপমান—নলিনী। তীক্ষ্ণ শরসমন্বিত মদনের পুরোভাগে পার্বতীর অবস্থান ও কণ্টকময় মৃণালে নলিনীর প্রস্ফুটনের তাৎপর্য এক, যদিও ভাষা ভিন্ন।

(iv) যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র পিতঃ যুদ্ধের সম্বল।
ব্যাঘ্রসনে নখদন্তে নহিক সমান,
তাই বলে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন নর লজ্জা পায়? —রবীন্দ্রনাথ।

সঙ্কেত : 'নখদন্ত' ও 'ধনুঃশর'—এই উভয়েই অস্ত্র হওয়ায় তাৎপর্যে এক, যদিও ভাষাগত পার্থক্য বিদ্যমান।

(v) মোগল-শিখের রণে
মরণ আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
দুই জনা দুই জনে।
দংশনক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে। —রবীন্দ্রনাথ।

উপমা ও প্রতিবস্তূপমার পার্থক্য :

(১) উপমার ক্ষেত্রে উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য সুস্পষ্টভাবে বলা হয় ; প্রতিবস্তূপমায় তাহা সুস্পষ্টভাবে বলা হয় না (কারণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সাধারণধর্ম বর্ণিত হয়) ; একমাত্র মর্মালোচনার পরেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

(২) একমাত্র লুপ্তোপমা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর উপমায় সাদৃশ্যবাচক শব্দের উল্লেখ থাকেই, কিন্তু প্রতিবস্তূপমায় তাহার উল্লেখ কোন অবস্থাতেই থাকে না।

(৩) উপমার ক্ষেত্রে উপমেয় ও উপমান একই বাক্যে বিন্যস্ত হয়, কিন্তু প্রতিবস্তূপমার ক্ষেত্রে তাহা পৃথক পৃথক বাক্যে বিন্যস্ত হয়।

১৩। দৃষ্টান্ত

যেখানে উপমেয় ও উপমান দুইটি পৃথক বাক্যে থাকে, তাহাদের সাধারণধর্ম তাৎপর্যে এক না হইয়াও সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগ হয় না, সেখানে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) পর্বতগৃহ ছাড়ি'
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃকুল বধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী ;—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে? —মধুসূদন।

ব্যাখ্যা : উপমেয় 'দানবনন্দিনী' ও উপমান 'নদী' ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে বিন্যস্ত হইয়াছে। সাদৃশ্যবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্মের একরূপতাও পরিস্ফুট হয় নাই। তবে তাহাদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য প্রতীয়মান হওয়ায় এখানে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য : দানবনন্দিনী ও নদীর সাধারণধর্ম এক ও পরিস্ফুট হইলে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইত।

(ii) বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার। —রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : এখানে উপমেয় 'প্রিয়া' ও উপমান 'ধূপ' দুইটি পৃথক বাক্যে আছে। সাদৃশ্যবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। বিরহে প্রিয়ার সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া যাওয়া এবং দগ্ধ ধূপের চারিধার পূর্ণ করা সদৃশ

বলিয়া মনে হইলেও তাহাদের একরূপতা দূরগত ও অপরিস্ফুট। সুতরাং এখানে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে।

(iii) হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি। —মধুসূদন।

(iv) রঙ্গমালা পুষ্পফলে ভাঙ্গি পড়ে ডাল।
নারী হৈয়া যৌবন রাখিব কতকাল॥ —ময়নামতীর গান।

সঙ্কেত : পুষ্পফলে ডালের ভাঙ্গিয়া পড়া এবং যৌবনভারে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়া সদৃশ বলিয়া বোধ হইলেও তাৎপর্যে এক নয়।

(v) না হলেও গুণবোধ, সুকবির বাণী
শোনা মাত্র ঢালে মধু ভরিয়া শ্রবণ।
না পেলেও পরিমল, মালতীর মালা,
দৃষ্টিমাত্র করে সদা নয়ন হরণ। —সংস্কৃত হইতে।

দৃষ্টান্ত ও প্রতিবস্তূপমার তুলনা :

(১) দৃষ্টান্ত ও প্রতিবস্তূপমা উভয়েই উপমেয় ও উপমান দুইটি পৃথক বাক্যে থাকে।

(২) দুই পৃথক বাক্যের বিষয়বস্তুতে যে সাদৃশ্য আছে, তাহা যেমন দৃষ্টান্তে তেমনি প্রতিবস্তূপমায় বুদ্ধি দিয়া বুঝিয়া লইতে হয়।

(৩) দুইটি অলঙ্কারেই সাদৃশ্যবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় না।

(৪) দৃষ্টান্তে উপমেয় ও উপমানের সাধারণধর্ম তাৎপর্যে এক না হইয়াও সদৃশ বলিয়া মনে হয়। প্রতিবস্তূপমায় উপমেয় ও উপমানের সাধারণধর্ম তাৎপর্যে এক হইয়াও বিসদৃশ বা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, দৃষ্টান্তে বিভিন্নধর্মের প্রকাশের একরূপতা, প্রতিবস্তূপমায় অভিন্নধর্মের প্রকাশের বিরূপতা।

(৫) দৃষ্টান্তে উপমেয়-উপমানে ও তাহাদের সাধারণধর্মে বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাব বর্তমান, কিন্তু প্রতিবস্তূপমায় শুধু সাধারণধর্মে বস্তুপ্রতিবস্তু ভাব বর্তমান।

উদাহরণ ঃ

রূপের ধ্যানে মগন তুমি প্রেমের ধ্যানে নয়।
আকাশ ছেড়ে পাখি কি এলো মাটির আঙিনায় ?

এখানে উপমেয় ও উপমান দুইটি পৃথক বাক্যে আছে। সাদৃশ্যবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। প্রেমের ধ্যান ফেলিয়া রূপের ধ্যান করা আর পাখির আকাশ ছাড়িয়া মাটিতে আসার মধ্যে একটা ভাবসাদৃশ্য আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সাধারণ-ধর্মের একরূপতা দূরগত ও অপরিস্ফুট। সুতরাং ইহা দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের উদাহরণ।

প্রেম নয়, রূপ হলো ধেয়ানের ধন।
মৌ ফেলে চাকটুকু কেনে কে কখন ?

এখানেও উপমেয় ও উপমান দুইটি পৃথক বাক্যে বর্তমান। সাদৃশ্যবাচক শব্দ অনুপস্থিত। প্রেমের ধ্যান ছাড়িয়া রূপের ধ্যান করার তাৎপর্যের সঙ্গে মৌ ফেলিয়া মৌচাক কেনার তাৎপর্যের পার্থক্য নাই—কারণ উভয়েরই অর্থ অন্তরঙ্গকে ছাড়িয়া বহিরঙ্গকে, শাঁসকে ফেলিয়া খোসাকে গ্রহণ করা। অথচ এই সাধারণধর্ম দুইক্ষেত্রে দুই ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে প্রতিবস্তূপমা আছে।

১৪। নিদর্শনা

যেখানে দুইটি বস্তুর অসম্ভব বা সম্ভব সম্বন্ধ ব্যঞ্জনা দ্বারা উপমেয়-উপমান ভাব ফুটাইয়া তোলে, সেখানে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ ঃ (i) হাস্যমুখী সে যখন মৃদু মৃদু হাসে,
পদ্মরাগোপরি কত মুক্তা পরকাশে। —মদনমোহন।

ব্যাখ্যা ঃ হাস্যমুখী যখন হাসে—তখন পদ্মরাগের উপর মুক্তার প্রকাশ হইতে পারে না ; কারণ এ-সম্বন্ধ অসম্ভব। তথাপি একটা সাদৃশ্য ধরিয়া লইতে হইবে ; তখন অর্থ হইবে—'হাস্যমুখীর হাসি পদ্মরাগের উপর মুক্তাশোভার ন্যায়।' এইভাবে ব্যঞ্জনা দ্বারা অসম্ভব সম্বন্ধে উপমেয়-উপমান ভাব ফুটানো হইয়াছে বলিয়া এখানে নিদর্শনা অলঙ্কার আছে।

মন্তব্য ঃ এখানে একটি বাক্যে উপমেয়-উপমান ভাবটি ফুটানো হইয়াছে বলিয়া ইহাকে **একবাক্যগত নিদর্শনা** বলা যাইতে পারে। অন্যদিকে ইহা দুই বস্তুর **অসম্ভব সম্বন্ধের নিদর্শনা** হিসাবে লক্ষণীয়।

(ii) যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥
যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরী তরঙ্গ॥ —বিদ্যাপতি।

সঙ্কেত ঃ এখানে অর্থ হইতেছে—শ্রীরাধা যেখানে পা রাখেন সেখানেই পদ্ম ফুটিয়া ওঠে, যেখানে অঙ্গ সঞ্চালন করেন, সেখানেই বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এখানে অসম্ভব সম্বন্ধের একবাক্যগত নিদর্শনা (দুইটি) রহিয়াছে।

(iii) অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী,
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে? —মধুসূদন।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে প্রকৃত অর্থ হইতেছে—'ভিখারী রামচন্দ্রের হাতে ধনুর্ধর বীরবাহুর নিধন ফুলদলের দ্বারা শাল্মলী বৃক্ষ ছেদনের ন্যায়।' কিন্তু এই উপমাত্মক অর্থ করিতে গিয়া ফুলদলের দ্বারা শাল্মলী-বৃক্ষ ছেদন বিষয়ক অসম্ভব ও অবাস্তব কার্যটিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। সুতরাং এখানে নিদর্শনা অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য : স্পষ্টই বোঝা যায়, ইহা **অসম্ভব সম্বন্ধের নিদর্শনা।** অন্যদিকে উপমেয় ও উপমানকে দুইটি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল পৃথক বাক্যে উপস্থিত করা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে **দ্বিবাক্যগত নিদর্শনা** বলা যাইতে পারে। তবে বাক্য দুইটিকে **সম্পূর্ণ স্বাধীন** বলিয়া ধরিলে এখানে নিদর্শনা অলঙ্কার স্বীকার করা যায় না।

(iv) ঈর্ষা যখন জাগিলো তোমার নয়নে
পলাশ তখন ফুট্‌লো।
যেখানে আজিকে চলিলে অভিমানে
সেখানে আগুন জ্বললো॥

(v) সন্তাপিয়া জনগণে বৃথা এ ধরায়,
সুচির সম্পদ বল কে কখন পায়,
শিক্ষা দিয়া এই সত্য তপ্ত ভানুমান,
দিনশেষে অধোমুখে অস্তাচলে যান। —সংস্কৃত হইতে।

ব্যাখ্যা : এখানে অর্থ হইতেছে—'সন্তাপদাতা সূর্যের অস্তাচল-প্রাপ্তি পর-সন্তাপীর বিপৎপ্রাপ্তির সঙ্গে তুলনীয়।' সন্তাপদাতা সূর্যকে যখন অস্তাচলে যাইতে হইতেছে, তখন পর-সন্তাপের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব। সুতরাং এখানে সূর্য ও পর-সন্তাপীর মধ্যে সম্ভব সম্বন্ধ উপমেয়-উপমান ভাব ফুটাইয়া তোলায় নিদর্শনা হইয়াছে।

মন্তব্য : ইহা **সম্ভব সম্বন্ধের নিদর্শনার** উদাহরণ।

(vi) উঠি দেখ, শশিমুখী, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম! —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : উপমান—শশিমুখী প্রমীলার কান্তি, উপমেয়—কুঞ্জবনের কুসুমের কান্তি। প্রমীলার কান্তি চুরি করিয়াই কুসুমের কান্তি সুন্দর হইয়াছে ও প্রমীলার কান্তির সঙ্গে তুলনার যোগ্য হইয়াছে। কিন্তু এই দ্যোতিত সাদৃশ্য বা উপমেয়-উপমান ভাবের পশ্চাতে একটি

অসম্ভব কল্পনা রহিয়াছে—তাহা হইতেছে, ফুলের প্রমীলার কান্তি চুরি করা। সুতরাং ইহা অসম্ভব সম্বন্ধের নিদর্শনা।

মন্তব্য : এখানে প্রসিদ্ধ উপমান ফুলকে উপমেয় রূপে ও উপমেয় নারীকে (প্রমীলা) উপমানরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীপ অলঙ্কারও হইতে পারে।

(vii) নবনীতার রক্তহীন মুখে তখন কনকনে ঠাণ্ডা তুষার জমাট বেঁধেছে—দেখে কেমন করুণা হলো অজিতশঙ্করের।

নিদর্শনা ও দৃষ্টান্তের পার্থক্য :

(১) নিদর্শনায় বাক্য শেষ হইবার আগেই কিম্বা সঙ্গে সঙ্গেই দুইটি বস্তুর সাদৃশ্য ধরা পড়ে। কিন্তু দৃষ্টান্তে আগে বাক্য শেষ হয়, পরে মর্মালোচনা হইতে বস্তু দুইটির সাদৃশ্য বোঝা যায়।

(২) নিদর্শনায় উপমেয়-উপমান ভাবটি সাধারণতঃ একটি বাক্যে, কখনও কখনও দুইটি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বাক্যে থাকে। কিন্তু দৃষ্টান্তে তাহা সর্বদাই দুইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরস্পর-নিরপেক্ষ বাক্যে থাকে।

(৩) নিদর্শনায় বস্তু দুইটির সম্বন্ধ সাধারণতঃ অসম্ভব, তবে তাহা সম্ভবও হইতে পারে। দৃষ্টান্তে বস্তু দুইটির সম্বন্ধ সর্বদাই সম্ভব।

(৪) নিদর্শনায় বস্তু দুইটির (উপমেয়-উপমানে) মধ্যে বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাব বর্তমান ; দৃষ্টান্তে বস্তু দুইটির মধ্যে যেমন বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাব আছে, তেমনি তাহাদের সাধারণধর্মের মধ্যেও বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাব আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিরোধমূলক অর্থালঙ্কার

দুইটি পদার্থের আপাত-বিরোধকে অবলম্বন করিয়া যে শ্রেণীর অলঙ্কার আত্মপ্রকাশ করে, তাহাকে বিরোধমূলক অর্থালঙ্কার বলে।

বর্ণনীয় বিষয়কে জোরালো, দীপ্তিমান ও সৌন্দর্যবিশিষ্ট করিবার জন্যই দৃষ্টিভঙ্গি ও বাচনভঙ্গিতে একটা কল্পিত বিরোধ সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেক সময় দেখা যায়, কিন্তু মর্মালোচনা করিলেই সেই সমস্ত বিরোধ যে প্রকৃত নয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বিরোধমূলক অর্থালঙ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম।

১। বিরোধাভাস

যেখানে দুইটি বিষয়ের মধ্যে আপাত-বিরোধ আছে, প্রকৃত বিরোধ নাই, সেখানে বিরোধাভাস অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) যদি বড় হতে চাও,
ছোট হও তবে। —ঈশ্বর গুপ্ত।

ব্যাখ্যা : বড় হইতে হইলে ছোট হইতে হইবে—এই উক্তিটি আপাতদৃষ্টিতে বিরোধমূলক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে তলাইয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে, আসলে ইহার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। যথার্থ বড় অর্থাৎ মহান্ হইতে হইলে ছোট অর্থাৎ নম্র ও বিনয়ী হইতে হইবে—এই সর্ববাদিসম্মত সত্যটিই এখানে উচ্চারিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা বিরোধাভাস অলঙ্কারের উদাহরণ।

মন্তব্য : আপাত-বিরোধের ভাবটি সমস্ত বাক্যের মধ্যে ছড়াইয়া আছে বলিয়া ইহাকে **বাক্যগত বিরোধাভাস অলঙ্কার (Epigram)** বলা যাইতে পারে।

(ii) পদ বিনে চলে প্রভু কর্ণ বিনে শুনে।
হিয়া বিনে ভূত ভবিষ্যৎ সব গুণে॥ —আলাওল।

সঙ্কেত : ভগবান সর্বশক্তিমান্—তাই তিনি পা ছাড়াই চলিতে জানেন, কান ছাড়াই শুনিতে পারেন এবং হৃদয় ছাড়াই অতীত-ভবিষ্যৎ সব বুঝিতে পারেন। সুতরাং তাৎপর্যে বিরোধ নাই।

(iii) যুগধর্মের সাধনায় সকলকেই চাই, অথচ কাউকে চাইনে।
—প্রমথ চৌধুরী।

(iv) আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লওগো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান। —রবীন্দ্রনাথ।

(v) এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান। —রবীন্দ্রনাথ।

অর্থ : তোমার আত্মা ('প্রাণ') অমর ('মৃত্যুহীন')। দেহের ধ্বংসের ('মরণে') পর তুমি তোমার সেই অমর আত্মা (বা আত্মার বাণী) আমাদের দান করিয়া গিয়াছ।

(vi) অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনই রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে। —রবীন্দ্রনাথ।

(vii) ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে—
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।—গোলাম মোস্তাফা।

(viii) অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। —রবীন্দ্রনাথ।

(ix) তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে। —রবীন্দ্রনাথ।

(x) আমাদের এই মানুষের সমাজে, দেবতার চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ মানুষ।
—বিনয় ঘোষ।

ব্যাখ্যা : মানুষের সমাজে মানুষ দুর্লভ—এ মন্তব্য পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু মানুষের সমাজে মানুষের মত মানুষ (অর্থাৎ মহৎ মানুষ) দুর্লভ, সন্দেহ নাই। সুতরাং উক্তিটির তাৎপর্যে কোন বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। অলঙ্কারটি বাক্যগত বিরোধাভাস।

(xi) আর, আমাকে সে যে চিনেছে
তা জানলেম আমাকে লক্ষ্য করে না বলেই। —রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : 'চেনা' অথচ 'লক্ষ্য না করা' সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু এখানে লক্ষ্য না করার অর্থ এড়াইয়া যাওয়া কিংবা পরিচয় ধরা না দেওয়া। তাই আপাত-বিরোধই উক্তিটিতে আছে, প্রকৃত বিরোধ নাই। সুতরাং বাক্যগত বিরোধাভাস অলঙ্কার।

(xii) রূপের মাঝারে চাহি অরূপ দর্শন।
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গ স্পর্শন॥ —প্রমথ চৌধুরী।

(xiii) সিটি বাজে ধানকলে, ভরাট মরাই,
পাকা ধানে সোনা-স্বপ্ন—অসহ্য মধুর,
ষোড়শী ডোমের কন্যা চুলে ফুল গোঁজে,
নবান্নের পরবর্তী লগ্ন নয় দূর।

ব্যাখ্যা : অসহ্য মধুর—এই দুইটি বিরোধবাচক শব্দ পাশাপাশি প্রয়োগ করা হইয়াছে। তথাপি এখানে প্রকৃত বিরোধ নাই। নূতন ধান ডোম-কন্যার মনে অপার আনন্দ আনিয়াছে, চোখে আনিয়াছে বিবাহের স্বপ্ন—এই স্বপ্ন ও আনন্দের মাধুর্য অপরিমিত ও তীব্র হওয়ার জন্যই তাহার সাধারণ জীবনের পক্ষে অসহ্য। সুতরাং তাৎপর্যে বিরোধের অবসান হওয়াতে এখানে বিরোধাভাস অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য : আপাত-বিরোধের ভাবটি সন্নিহিত দুইটি শব্দের মধ্যে নিহিত বলিয়া ইহাকে **শব্দগত বিরোধাভাস অলঙ্কার (Oxymoron)** বলা যাইতে পারে।

(xiv) অসহ্য ব্যথার
আনন্দে রক্তের মাঝে বাজিলো উদ্দাম রিনিঝিনি। —বুদ্ধদেব বসু।

(xv) পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী। —রবীন্দ্রনাথ।

(xvi) সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ
সেইতো তোমার স্নেহ। —রবীন্দ্রনাথ।

(xvii) অনির্বাণ শীতল অনলে
জুড়াল না তপ্ত ভাল,—মুক্তি নাই! —মোহিতলাল।

(xviii) ভীষণ মধুর বোল উঠেছে রুদ্র আনন্দে। —সত্যেন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা: 'ভীষণ' ও 'মধুর', 'রুদ্র' ও 'আনন্দ' বিরুদ্ধধর্মী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভীষণ শব্দের অর্থ 'তীব্র' এবং রুদ্র শব্দের অর্থ 'উগ্র' ধরিলে সেই বিরুদ্ধভাবের অবসান ঘটে।

(xix) আমরা স্থাবর, তোমরা জঙ্গম। তোমাদের আদর্শ জানোয়ার, আমাদের আদর্শ উদ্ভিদ্। —প্রমথ চৌধুরী।

ব্যাখ্যা: এখানে প্রতি বাক্যে একটি ভাবের (যেমন 'আমরা স্থাবর') বিরুদ্ধে আর একটি ভাবকে (যেমন 'তোমরা জঙ্গম') স্থাপন করিয়া বক্তব্যের মধ্যে শাণিত দীপ্তি ও তীক্ষ্ণতা আনা হইয়াছে। প্রত্যেক বাক্যের বাক্যাংশগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ রহিয়াছে; কেবল বিন্যাস-চাতুর্যের ফলেই উহাদের আশ্রয় করিয়া একটা বিরোধের আভাস জাগিয়া উঠিয়াছে, আসলে তাহাদের মধ্যে কোনই প্রকৃত বিরোধ নাই। সুতরাং ইহা ব্যাপকার্থে বিরোধাভাস অলঙ্কারের উদাহরণ।

মন্তব্য: একই বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন বাক্যাংশের মধ্যে বিন্যাস-চাতুর্যের ফলে একটা বিরোধের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া ইহাকে **বিন্যাসগত বিরোধাভাস অলঙ্কার** (Antithesis) বলা যাইতে পারে।

(xx) আমার হুকুমে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস হ'ল তারে।
বীর বটে, তবু মাথায় মগজ কিছু নাই একেবারে। —মোহিতলাল।

(xxi) সেথা আমি চিরকাল কল্পনা তোমার,
চিরকাল স্বপ্ন তুমি মম। —বুদ্ধদেব বসু।

(xxii) ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজুরি তরঙ্গ ॥
ও তনু তরুণ তমাল। ইহ হিমযূথী রসাল ॥ —গোবিন্দদাস।

(xxiii) আনিলাম অপরিচিতের নাম ধরণীতে,
পরিচিত জনতার সরণিতে। —রবীন্দ্রনাথ।

২। বিভাবনা

যেখানে প্রসিদ্ধ কারণ ছাড়াই কার্যের উৎপত্তি হয়, সেখানে বিভাবনা অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ: (i) ওহে ত্রিভুবন-পতি বুঝি না তোমার মতি,
কিছুই অভাব তব নাহি,
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির প্রভু
সবার সর্বস্বধন চাহি। —ক. বি. ১৯৪৫।

ব্যাখ্যা: ভগবানের কোন কিছুরই অভাব নাই, তথাপি তিনি সকলের হৃদয়ের সর্বস্বধন মাগিয়া ফেরেন,—এই উক্তিতে কারণ ছাড়াই কার্যোৎপত্তির কথা আছে। সুতরাং ইহা বিভাবনা অলঙ্কারের উদাহরণ।

মন্তব্য: প্রসিদ্ধ কারণ না থাকা সত্ত্বেও কোন্ অপ্রসিদ্ধ কারণে ভগবান ভিক্ষা মাগিয়া ফেরেন, তাহা বলা হয় নাই বলিয়া ইহাকে **অনুক্তনিমিত্ত বিভাবনা** বলা যাইতে পারে।

(ii) বদন থাকিতে না পারে বলিতে
তেঞি সে অবলা নাম।

(iii) শোক নাই, তবু নয়নদ্বয় সর্বদাই ছল ছল করিতেছে। ভয় নাই, তবু সর্বদাই যেন সচকিত। চিন্তা নাই, তবু সর্বদাই যেন অন্যমনস্ক।
—ক. বি. ১৯৪৬।

(iv) বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে চাহিল আকাশ পানে ;
ঝরিল কামিনী-কক্ষে কলসী অমনি। —নবীন সেন।

(v) শ্রম বিনা কটি ক্ষীণ, ভয় বিনা নয়ন চঞ্চল,
অভূষণে শোভে দেহ, এ যে নব-যৌবনের ফল। —সংস্কৃত হইতে।

ব্যাখ্যা : প্রসিদ্ধ কারণ না থাকা সত্ত্বেও ('শ্রম বিনা', 'ভয় বিনা' ও 'অভূষণে') কটি ক্ষীণ, নয়ন চঞ্চল ও দেহ শোভমান হওয়ার জন্য এখানে বিভাবনা অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য : কটি ক্ষীণ, নয়ন চঞ্চল ও দেহ শোভমান হওয়ার অপ্রসিদ্ধ কারণ হইতেছে নব-যৌবনের আবির্ভাব ('এ যে নব-যৌবনের ফল')। সুতরাং ইহা **উক্তনিমিত্ত বিভাবনার** উদাহরণ।

(vi) পুরুষ জাতির নয়ন-মন আকৃষ্ট করবার তাঁর কোনরূপ চেষ্টা ছিল না, ফলে তাদের নয়ন-মন তাঁর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হত। —প্রমথ চৌধুরী।

৩। বিশেষোক্তি

যেখানে প্রসিদ্ধ কারণ থাকা সত্ত্বেও কার্যোৎপত্তি হয় না, সেখানে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
* * * *
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল। —বিদ্যাপতি।

ব্যাখ্যা : এখানে অর্থ হইতেছে—'রাধা জন্ম হইতে রূপ দেখিতেছেন—তবু নয়ন তৃপ্ত হয় নাই, লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া হৃদয়ের উপর হৃদয় রাখিয়াছেন—তথাপি হৃদয়ের তাপ জুড়ায় নাই।' প্রসিদ্ধ কারণ থাকা সত্ত্বেও কার্যোৎপত্তি হয় নাই বলিয়া ইহা বিশেষোক্তি অলঙ্কারের উদাহরণ।

মন্তব্য : প্রসিদ্ধ কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন্ অপ্রসিদ্ধ কারণে কার্যের উৎপত্তি হয় নাই—তাহা বলা হয় নাই বলিয়া ইহাকে **অনুক্তনিমিত্ত বিশেষোক্তি** বলা যাইতে পারে।

(ii) হৃদয় বিদারত মনমথ বাণ। কে জানে কাহে নহত দুই ঠাম।
জলু বিরহানল মন মাহা গোয়। কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয়॥
—গোবিন্দদাস।

(iii) দিবাকর, নিশাকর, দীপ, তারাগণ
দিবানিশি করিতেছে তমোবিতরণ।
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার,
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার। —ক. বি. ১৯৪৭।

ব্যাখ্যা : অন্ধকার নাশের প্রসিদ্ধ কারণ থাকা (দিবাকর, নিশাকর, দীপ ও তারাগণের বর্তমানতা) সত্ত্বেও বক্তার (রামচন্দ্রের) জীবনের অন্ধকার দূরীভূত হইতেছে না অর্থাৎ কার্যোৎপত্তি হইতেছে না। সুতরাং ইহা বিশেষোক্তি অলঙ্কারের উদাহরণ।

মন্তব্য : প্রসিদ্ধ কারণ থাকা সত্ত্বেও 'রামচন্দ্রের' জীবনের অন্ধকার দূরীভূত না হওয়ার অপ্রসিদ্ধ কারণ হইতেছে—সীতার বিরহ। সুতরাং ইহাকে **উক্তনিমিত্ত বিশেষোক্তি** বলা যাইতে পারে।

(iv) ঘুমাও বন্ধু, ঘুমাও বন্ধু, সবই বন্ধন-লীলা,
চরকা ঘোরেত ঘোরে নাকো টাকু রসি যদি হয় ঢিলা।
—ক. বি. ১৯৫১।

মন্তব্য : উক্তনিমিত্ত ('রসি যদি হয় ঢিলা') বিশেষোক্তি।

৪। অসঙ্গতি

এক স্থানে কারণ থাকিলে ও অন্যস্থানে কার্যোৎপত্তি হইলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) হৃদয় মাঝে মেঘ উদয় করি।
নয়নের মাঝে ঝরিল বারি। —জ্ঞানদাস।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে মেঘের অর্থ হইতেছে 'শ্রীকৃষ্ণ', অশ্রু হইতেছে 'প্রেমের অশ্রু'। শ্রীকৃষ্ণ রাধার হৃদয়ে আছেন, অথচ তাঁহার নয়ন হইতে প্রেমের অশ্রু ঝরিতেছে—এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, কারণ রহিয়াছে হৃদয়ে, কার্য হইতেছে নয়নে। কারণ ও কার্যের বিভিন্ন আশ্রয়ের জন্য এখানে অসঙ্গতি অলঙ্কার হইয়াছে।

(ii) বারেক তাকাই যদি তব মুখপানে
পৃথিবী টলিয়া ওঠে। —বুদ্ধদেব বসু।

মন্তব্য ঃ কারণ রহিয়াছে কবির তাকানোর মধ্যে, কার্য হওয়া উচিত ছিলো সেখানেই, কিন্তু বস্তুতঃ হইয়াছে পৃথিবীর মধ্যে। অবশ্য, দৃষ্টির মধ্যেই পৃথিবী টলিয়া ওঠে, এই অর্থ করিলে অসঙ্গতি হইবে না।

(iii) কাঙাল তুমি দাদাঠাকুর, তাই কি কাঙাল মোরা ?
আগুন তোমার কপালে, তাই কি মোদের কপাল পোড়া ?
—কালিদাস রায়।

সঙ্কেত ঃ কারণ আগুন একস্থানে ('তোমার কপালে'), কার্য অন্যস্থানে ('মোদের কপাল')।

(iv) পদ নখ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি ॥
অধরহি কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর ॥
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি ॥
হামারি রোদন অভিলাষ।
তুহুঁ কহ গদ গদ ভাষ ॥ —গোবিন্দদাস।

(v) বসন্তের মধুকুঞ্জে পানরত ভ্রমরের দল,
পত্রে পুষ্পে অশান্ত চঞ্চল
গন্ধভরা লুব্ধ সমীরণ,
তন্বঙ্গীর অঙ্গে দেখি ঘন শিহরণ।

৫। বিষম

কারণ ও কার্যের বৈষম্য দেখা দিলে কিংবা বিসদৃশ বস্তুর একত্র সমাবেশ হইলে বিষম অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো। —রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : এখানে কারণ হইতেছে 'অন্ধকার', অথচ কার্য হইতেছে 'আলো'। কারণ ও কার্যের গুণের মধ্যে বিরুদ্ধতা বা বৈষম্য থাকায় এখানে বিষম অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য : কার্য ও কারণে বিরোধ থাকায় ইহাকে **বিরোধমূলক বিষম** বলা যাইতে পারে।

(ii) চান্দ নেহারি চন্দনে তনু লেপই তাপ সহই না পার।
ধবল নিচোল বহই না পারই কৈছে করব অভিসার॥
যতনহি মেঘমল্লার আলাপই তিমির পয়ান গতি আসে।
আওত জলদ ততহিঁ উড়ি যাওত উতপত দীঘ নিশাসে॥

সঙ্কেত : কারণ—(স্নিগ্ধ) চাঁদ দেখা, কার্য—তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া দেহকে চন্দন-চর্চিত করা। কারণ—(লঘু) নিচোল, কার্য—তাহা বহন করিতে অক্ষম হওয়া। কারণ—মেঘমল্লার সুর আলাপন, কার্য—মেঘের আবির্ভাবের পর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে আবার উড়িয়া যাওয়া। সর্বত্রই কার্য-কারণে বৈষম্য।

(iii) জুড়াইতে চন্দন লেপিলে অহর্নিশ।
বিধির বিপাকে তাহা হয়ে উঠে বিষ॥ —উদ্ভট।

(iv) কোমল শীতল আলো তারার হীরক,
অযুত অঙ্গার খণ্ড জ্বলে ধ্বক্ ধ্বক্!
জগৎ-জীবন স্নিগ্ধ শীত সমীরণ,
সেও যেন বহে বুকে বাষ্পীয় মরণ!
—স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাস।

সঙ্কেত : তারার শীতল আলো পুত্রশোকাতুরা জননীর কাছে অযুত অঙ্গার খণ্ড মনে হইতেছে, জীবনদায়ক স্নিগ্ধ সমীরণ মরণ-বাষ্প বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ ও কার্যের অসামঞ্জস্য বা বৈষম্য রহিয়াছে।

(v) কোকিলের কুহুতান কর্ণে আজ বিষ বর্ষণ করিতেছে। চন্দ্রকিরণ আজ অনল অপেক্ষাও জ্বালাদায়ক। শীতল চন্দন বৃশ্চিকদংশন জ্বালার মত অসহ্য বোধ হইতেছে। —ক. বি. ১৯৪৬।

(vi) সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল। —জ্ঞানদাস।

ব্যাখ্যা : রাধা সুখের জন্য ঘর বাঁধিলেন, কিন্তু বিরহের অনল তাহা পুড়াইয়া ফেলিল ; প্রেমের অমৃতে স্নান করিতে অর্থাৎ তাহা আস্বাদন করিতে চাহিলেন, কিন্তু বিরহের স্পর্শে সমস্তই বিষে পরিণত হইল। দেখা যাইতেছে, দুই ক্ষেত্রেই অনুকূল কারণ থাকা সত্ত্বেও প্রতিকূল বা অবাঞ্ছিত কার্য ঘটিয়াছে। এখানে কার্য-কারণে বৈষম্য রহিয়াছে বলিয়া বিষম অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য : অনুকূল কারণ থাকা সত্ত্বেও অবাঞ্ছিত ফল দেখা দেওয়ায় অর্থাৎ অনর্থ ঘটায় ইহাকে **অনর্থমূলক বিষম** বলা যাইতে পারে।

(vii) আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে। —রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : এখানে একই আধার উর্বশীতে বিসদৃশ বস্তুদ্বয়—'সুধাভাণ্ড' ও 'বিষভাণ্ডের'—সমাবেশ ঘটায় বিষম অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য : বিসদৃশ বস্তুর একত্র সমাবেশ ঘটায় ইহাকে **বৈসাদৃশ্য-মূলক বিষম** অলঙ্কার বলা যাইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

শৃঙ্খলামূলক অর্থালঙ্কার

বাক্যাংশের যোজন-শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করিয়া যে শ্রেণীর অলঙ্কার আত্মপ্রকাশ করে, তাহাকে শৃঙ্খলামূলক অর্থালঙ্কার বলে। এই জাতীয় অলঙ্কার যে বাক্যের সৌন্দর্য ও অর্থগৌরব বৃদ্ধি করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শৃঙ্খলামূলক অর্থালঙ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—কারণমালা, একাবলী ও সার।

১। কারণমালা

কোন কারণের কার্য যদি পরবর্তী কার্যের কারণ হইয়া পড়ে এবং এইভাবে কার্য-কারণ-পরম্পরা চলিতে থাকে, তবে কারণমালা অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) পরশে চাহনি তার, দৃষ্টিতে চুম্বন,
আর চুম্বনে মরণ। —বুদ্ধদেব বসু।

ব্যাখ্যা : 'পরশ'-রূপ কারণের কার্য 'চাহনি' ; 'চাহনি' বা 'দৃষ্টি'-রূপ কারণের কার্য চুম্বন ; 'চুম্বন'-রূপ কারণের কার্য 'মরণ'। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রথম বাক্যাংশের কার্য দ্বিতীয় বাক্যাংশের কারণ এবং দ্বিতীয় বাক্যাংশের কার্য তৃতীয় বাক্যাংশের কারণ হইয়া একটা যোজন-শৃঙ্খলা-জনিত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ইহা কারণমালা অলঙ্কারের উদাহরণ।

(ii) সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়॥
প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥—চৈতন্যচরিতামৃত।

মন্তব্য : কারণ—সাধনভক্তি, কার্য—রতি ; কারণ—রতি, কার্য—প্রেম ; কারণ—প্রেম, কার্য—স্নেহ, মান ইত্যাদি। বস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষের কথা আছে বলিয়া ইহা সার অলঙ্কারও হইতে পারে।

(iii) বিদ্যা হতে জ্ঞান হয়, জ্ঞানে হয় ভক্তি।
ভক্তি হতে মুক্তি হয়, এই সার যুক্তি।—মহাভারত।

২। একাবলী

যেখানে পূর্ববর্তী বাক্য বা বাক্যাংশের বিশেষণ পদ পরবর্তী বাক্য বা বাক্যাংশের বিশেষ্য পদ রূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানে একাবলী অলঙ্কার হয়। পূর্ববর্তী বিশেষ্যকে পরবর্তী বিশেষণ রূপে ব্যবহার করা হইলেও একাবলী হয়।

উদাহরণ : (i) মরি এই সরোবর কমল-ভূষিত।
কমলকুসুম সব, ভৃঙ্গ-সুশোভিত॥
ভৃঙ্গগণ ঝঙ্কারিছে, সঙ্গীত-চতুর।
সঙ্গীত হরিছে মন, মূর্চ্ছনা মধুর॥ ,—সংস্কৃত হইতে।

ব্যাখ্যা : প্রথম বাক্যে বিশেষণ—কমল-ভূষিত, দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষ্য—কমল ; দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষণ—ভৃঙ্গ-সুশোভিত, তৃতীয় বাক্যে বিশেষ্য—ভৃঙ্গ ; তৃতীয় বাক্যে বিশেষণ—সঙ্গীত-চতুর ; চতুর্থ বাক্যে বিশেষ্য—সঙ্গীত। সুতরাং এখানে একাবলী অলঙ্কার হইয়াছে।

(i) গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি
সুন্দর ধরাতল। —যতীন্দ্রমোহন।

সঙ্কেত : প্রথম বাক্যাংশে বিশেষ্য—ফুল ; দ্বিতীয় বাক্যাংশে বিশেষণ—'ফুলে ফুলে'। ফুলে ফুলে—এ কথার অর্থ হইতেছে—ফুলের দ্বারা আশ্রিত ও সৌন্দর্যায়িত; সুতরাং বিশেষণ।

(iii) হে বিধাতা, আমার চোখে নেতা,
নেতা পূজেন দেশমাতা।

সঙ্কেত : প্রথম বাক্যাংশে আমার চোখ 'নেতাময়' (বিশেষণ); দ্বিতীয় বাক্যাংশে সেই 'নেতা' (বিশেষ্য) দেশমাতা পূজেন।

৩। সার

যেখানে পদার্থের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বর্ণিত হয়, সেখানে সার অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) সংসার-ভিতর সার, যে বস্তু চেতন।
চেতনের মধ্যে সার, মনুষ্য হওন॥
মনুষ্যের সার সেই, বিদ্যা আছে যার।
পণ্ডিত-মণ্ডলী মাঝে বিনয়ীই সার॥ —হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন।

ব্যাখ্যা : এখানে সংসারের মধ্যে চেতন পদার্থের, চেতন পদার্থের মধ্যে মানুষের, মানুষের মধ্যে বিদ্বানের, বিদ্বানের বা পণ্ডিতের মধ্যে বিনয়ীর উৎকর্ষ বর্ণিত হওয়ায় সার অলঙ্কার হইয়াছে।

(ii) অন্যান্য পশুর চেয়ে সিংহের কটি, সিংহের চেয়ে নারীর কটি, নারীর মধ্যে তন্বীর কটি ক্ষীণ।

ব্যাখ্যা : ক্ষীণতা অশ্লাঘ্য গুণ নয়, শ্লাঘ্য গুণ। এখানে সেই ক্ষীণতা গুণেরই উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বর্ণিত হওয়ায় সার অলঙ্কার হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ন্যায়মূলক অর্থালঙ্কার

যেখানে কোন বক্তব্যকে ন্যায়সঙ্গত সমর্থন সহ উপস্থিত করা হয়, সেখানে ন্যায়মূলক অর্থালঙ্কার হয়।

ন্যায়মূলক অর্থালঙ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—অর্থান্তরন্যাস ও কাব্য-লিঙ্গ।

১। অর্থান্তরন্যাস

যেখানে সাধারণ বিষয়ের দ্বারা বিশেষ বিষয় অথবা বিশেষ বিষয়ের দ্বারা সাধারণ বিষয় সমর্থিত হয়, সেখানে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়।

এখানে সাধারণ বিষয় বলিতে 'General statement' ও বিশেষ বিষয় বলিতে 'Particular statement' বুঝানো হইয়াছে।

উদাহরণ ঃ (i) এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি॥

—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে প্রথম চরণে একটি সাধারণ বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছে (general statement)। দ্বিতীয় চরণে একটি বিশেষ বিষয় উপস্থিত করিয়া (particular statement) প্রথম চরণের সাধারণ বিষয়টিকে সমর্থন করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের উদাহরণ।

মন্তব্য ঃ এখানে বর্ণনীয় বিষয়টি 'সাধারণ' বলিয়া ইহাকে **সাধারণার্থক অর্থান্তরন্যাস** বলা যাইতে পারে।

(ii) চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে। —কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

সঙ্কেত ঃ চিরসুখী জন ইত্যাদি—সাধারণ বিষয় ; দংশেনি যারে ইত্যাদি—বিশেষ বিষয়।

(iii) নর-নারীর মহৎ প্রেম গভীর দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত। দুষ্মন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের পরেই স্বামীর সঙ্গে শকুন্তলার যথার্থ মিলন হইয়াছিল।

(iv) হেন সহবাসে ;
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচসহ নীচ সে দুর্মতি। —মধুসূদন।

(v) কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ ? —কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম চরণে পান্থ সম্পর্কিত একটি বিশেষ উক্তি আছে, দ্বিতীয় চরণে একটি সাধারণ উক্তির দ্বারা প্রথম চরণের বক্তব্যকে সমর্থন করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের উদাহরণ।

মন্তব্য ঃ এখানে বর্ণনীয় বিষয়টি 'বিশেষ' বলিয়া ইহাকে **বিশেষার্থক অর্থান্তরন্যাস** বলা যাইতে পারে।

(vi) দুঃসহ এ কাজ—তাইতো তোমার 'পরে
দিতেছি দুরূহভার। অয়ি প্রাণাধিকে,
মহৎ হৃদয় ছাড়া কাহারা সহিবে
জগতের মহাক্লেশ যত। —রবীন্দ্রনাথ।

অর্থান্তরন্যাস ও দৃষ্টান্তের পার্থক্য ঃ

(১) অর্থান্তরন্যাসে দুইটি বিষয় থাকে—একটি সাধারণ, অন্যটি বিশেষ। উভয় বিষয়ের তাৎপর্য এক হইলেও সাধারণ বিষয়টি ব্যাপক, বিশেষ বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সীমায়িত। দৃষ্টান্তেও দুইটি বিষয় থাকে —একটি উপমেয়, অন্যটি উপমান। উপমেয় ও উপমান উভয়ই সদৃশ ও সমান ব্যাপক হইতে বাধ্য। অন্যভাবে বলা যায়, অর্থান্তরন্যাসে সাধারণের দ্বারা বিশেষের বা বিশেষের দ্বারা সাধারণের সমর্থন থাকে ; কিন্তু দৃষ্টান্তে (এবং প্রতিবস্তূপমায়) সাধারণের দ্বারা সাধারণের কিংবা বিশেষের দ্বারা বিশেষের **সমর্থন** দেখা যায়।

(২) অর্থান্তরন্যাস যুক্তিমূলক। ইহাতে সাধারণ বিষয়ের দ্বারা বিশেষ বিষয়কে কিম্বা বিশেষ বিষয়ের দ্বারা সাধারণ বিষয়কে সমর্থন করা হয়। অর্থাৎ **যুক্তিসূত্রেই** দুইটি সমধর্মী অথচ অসমান (একটি ব্যাপক, অন্যটি সীমায়িত) বিষয়ের অবতারণা করা হয়। দৃষ্টান্ত সাদৃশ্য-মূলক। ইহাতে একটি বিষয়ের সঙ্গে আরেকটি বিষয়ের উপমেয়-উপমান ভাব দেখানো হয়। অর্থাৎ **সাদৃশ্যসূত্রেই** সমধর্মী ও সমান দুইটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়।

(৩) অর্থান্তরন্যাসে সাধারণ ও বিশেষ বিষয়ের ঐক্যধর্ম সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্তে উপমেয় ও উপমানের সাধারণধর্মের একরূপতা দূরগত ও অপরিস্ফুট।

উদাহরণঃ 'রাজা হরিশ্চন্দ্র আপন পুত্র-কলত্রকেও দান করিয়াছিলেন। দানবীর মাত্রেই নির্বিচারে দান করিয়া থাকেন।'—ইহা অর্থান্তরন্যাসের উদাহরণ। রাজা হরিশ্চন্দ্রের দান ও দানবীর-গণের দানের ঐক্য সুস্পষ্ট, কিন্তু হরিশ্চন্দ্র বলিতে ব্যক্তিবিশেষকে ও দানবীর বলিতে উচ্চশ্রেণীর দাতাসাধারণকে বুঝানো হইয়াছে অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রথমের ব্যাপকতর রূপ। 'রাজা হরিশ্চন্দ্র আপন পুত্র-কলত্রকেও দান করিয়াছিলেন। ধূপ আপনাকে পোড়াইয়াই লোকের মন জয় করে।'—ইহা দৃষ্টান্তের উদাহরণ। রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র-কলত্র দান ও ধূপের আত্ম-দহনের মধ্যে উপমেয়-উপমান ভাব রহিয়াছে, যদিও তাহাদের সাধারণধর্মের একরূপতা অনেকটা অপরিস্ফুট। অন্যদিকে হরিশ্চন্দ্র যেমন ব্যক্তিবিশেষ, তেমনি ধূপও বস্তুবিশেষ ; অর্থাৎ প্রথম দ্বিতীয়ের কিম্বা দ্বিতীয় প্রথমের ব্যাপকতর রূপ নয়।

২। কাব্য-লিঙ্গ

যেখানে কোন পদের বা বাক্যের অর্থকে ব্যঞ্জনায় বর্ণনীয় বিষয়ের কারণ বলিয়া মনে হয়, সেখানে কাব্য-লিঙ্গ অলঙ্কার হয়।

পদের অর্থ বলিতে একক বা সমাসবদ্ধ পদের অর্থ বুঝিতে হইবে। সাক্ষাৎভাবে কারণের উল্লেখ থাকিলে কাব্য-লিঙ্গ হইবে না, তাহা পরোক্ষভাবে ব্যঞ্জিত হওয়া চাই।

উদাহরণ : (i) কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ-হৈম গেহে ? —ক. বি. ১৯৫১।

ব্যাখ্যা : জানকীকে রাবণের 'হৈম গৃহে' আনাতেই সোনার লঙ্কা ধ্বংস হইয়াছে। সুতরাং সোনার লঙ্কার পক্ষে জানকী 'পাবক-শিখা-রূপিণী'। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বর্ণনীয় বিষয়ের (সোনার লঙ্কা ধ্বংস) হেতুটি সমাসবদ্ধ পদ 'পাবক-শিখা-রূপিণী' হইতে দ্যোতিত। অতএব এখানে কাব্য-লিঙ্গ অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য : হেতুটি (সমাসবদ্ধ) পদের অর্থ হইতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে **পদার্থগত কাব্য-লিঙ্গ** বলা যাইতে পারে।

(ii) গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে। এ সংসারে যেথা যাও, সেথা থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম···। —রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : যিনি গৃহহীন পলাতক (কুমার সেন), তিনি আমার (বিক্রমদেব) চেয়ে অধিকতর সুখী কেন—তাহারই উত্তর আছে দ্বিতীয় বাক্যে। কুমারসেন নারীর অনিমেষ প্রেম পাইয়াছেন, তাই পলাতক অবস্থায়ও তাহার সুখ আছে। সুতরাং দ্বিতীয় বাক্যার্থ হইতে কুমার সেনের অধিকতর সুখী হওয়ার কারণটি ব্যঞ্জিত হওয়ায় এখানে কাব্য-লিঙ্গ অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য : হেতুটি বাক্যার্থ হইতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে **বাক্যার্থগত কাব্য-লিঙ্গ** বলা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গূঢ়ার্থমূলক অর্থালঙ্কার

যেখানে প্রস্তাবিত বাচ্যার্থের অন্তরালে আরেকটি গূঢ়ার্থ থাকে, সেখানে গূঢ়ার্থমূলক অর্থালঙ্কার হয়।

গূঢ়ার্থমূলক অর্থালঙ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—ব্যাজস্তুতি ও অপ্রস্তুতপ্রশংসা।

১। ব্যাজস্তুতি

স্তুতিচ্ছলে নিন্দা অথবা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বুঝাইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ। —মধুসূদন।

ব্যাখ্যা : ইহা লঙ্কাপুরীর চতুর্দিকের সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া রাবণের উক্তি। অবন্ধনা সিন্ধু আজ রামচন্দ্রের দ্বারা সবন্ধনা হইয়াছে। অর্থাৎ রামচন্দ্র অলঙ্ঘ্য অজেয় সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। রাবণ ইহাতে সমুদ্রকে ধিক্কার না দিয়া পারেন নাই। তাই তাঁহার উক্তিটি আসলে নিন্দামূলক ও 'সুন্দর মালার' গূঢ়ার্থ হইতেছে 'কুৎসিত ফাঁস'। অতএব এখানে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য : গূঢ়ার্থটি নিন্দা বলিয়া ইহাকে **নিন্দামূলক ব্যাজস্তুতি** বলা যাইতে পারে।

(ii) অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥ —ভারতচন্দ্র।

ব্যাখ্যা : এই দুই পংক্তির বাচ্যার্থ স্পষ্টই নিন্দামূলক। কিন্তু ইহার গূঢ়ার্থ স্তুতিমূলক। অন্নপূর্ণা বলিতেছেন—'তাঁহার স্বামী (শিব)

দেবজ্যেষ্ঠ, তিনি মুক্তিসাধনায় সর্বোত্তম। তিনি নির্গুণ, ললাটে তাঁহার (তৃতীয় নয়নে) অগ্নি।' নিন্দামূলক বাচ্যার্থের অন্তরালে এই স্তুতিমূলক গূঢ়ার্থ থাকায় ইহা ব্যাজস্তুতির উদাহরণ।

মন্তব্য ঃ গূঢ়ার্থটি প্রশংসা বলিয়া ইহাকে **প্রশংসামূলক ব্যাজস্তুতি** বলা যাইতে পারে। দুইটি করিয়া অর্থ পাওয়া যাইতেছে বলিয়া ইহা বাক্যগত **শ্লেষ অলঙ্কারের** উদাহরণও হইতে পারে।

২। অপ্রস্তুতপ্রশংসা

যেখানে অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনার দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি হয়, সেখানে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ ঃ (i) মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাব দেখি, বিশুদ্ধ কাঞ্চন
কান্তি কত মনোহর ! —মধুসূদন।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে অপ্রস্তুত বিষয় হইতেছে—'তামা-মোড়া সোনাই যদি এত সুন্দর হয়, তবে খাঁটি সোনা কতই না সুন্দর।' কিন্তু অপ্রস্তুতের এই বর্ণনা হইতে অনুক্ত প্রস্তুতের প্রতীতি না হইয়া পারে না—'নারীবেশী বিষ্ণুই যদি এত সুন্দর হয়, তবে মোহিনী নারী পার্বতী কতই না সুন্দর!' সুতরাং এখানে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার হইয়াছে।

মন্তব্য ঃ অপ্রস্তুত—যাহা বর্ণনীয় নয়। প্রস্তুত—যাহা বর্ণনীয়।

(ii) প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম-গোত্র-হীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক ধিক করে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠি' বলে তারে, ভালো আছ ভাই। —রবীন্দ্রনাথ

সঙ্কেত ঃ অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা—সূর্যের মহানুভবতা ; প্রস্তুতের ব্যঞ্জনা—উদার-চরিত্রের মহানুভবতা।

(iii) সূর্য যখন হাসে পূর্বাচলে
সূর্যমুখী ফোটে না ?
সূর্যমুখী ফোটে যখন সকালে
অলি এসে জোটে না ?

সঙ্কেত : অপ্রস্তুতের বর্ণনা—সূর্য ও সূর্যমুখী, সূর্যমুখী ও অলির ব্যবহার ; প্রস্তুতের প্রতীতি—নায়ক-নায়িকার ব্যবহার।

(iv) কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
কামড় দিয়েছে পায়,
তা' বলে' কুকুরে কামড়ানো কি রে
মানুষের শোভা পায় ? —সত্যেন্দ্রনাথ।

(v) কমল ফুটে অগম জলে,
তুলিবে তারে কেবা।
সবার তরে পায়ের তলে
তৃণের রহে সেবা। —রবীন্দ্রনাথ।

(vi) আকাশে সোনার মেঘ
কত ছবি আঁকে,
আপনার নাম তবু
লিখে নাহি রাখে। —রবীন্দ্রনাথ।

সঙ্কেত : অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা—স্বর্ণ-মেঘের আত্মপ্রচারহীনতা ; প্রস্তুতের প্রতীতি—মহতের আত্মপ্রচারহীনতা।

সমাসোক্তি ও অপ্রস্তুতপ্রশংসার পার্থক্য :

সমাসোক্তিতে প্রস্তুত বা বর্ণনীয় বিষয় হইতে অপ্রস্তুত বা অবর্ণনীয় (অর্থাৎ অন্য আরেকটি) বিষয়ের প্রতীতি হয়। অপ্রস্তুতপ্রশংসায় অপ্রস্তুত বা অবর্ণনীয় (অর্থাৎ অন্য আরেকটি) বিষয় হইতে প্রস্তুত বা আসল বর্ণনীয় বিষয়ের প্রতীতি হয়।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ গৌণ অলঙ্কার

১। তুল্যযোগিতা

প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক বস্তুসমূহকে একই গুণ বা ক্রিয়ার দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত করিলে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥ —ভারতচন্দ্র।

ব্যাখ্যা : একই 'চলে' ক্রিয়ার দ্বারা 'মরাল' ও 'বারণ' অপ্রাসঙ্গিক বস্তুগুলিকে বাঁধা হইয়াছে বলিয়া এখানে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হইয়াছে।

(ii) জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র পরাক্রম ; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী ;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্যে নরেন্দ্র ! —মধুসূদন।

সঙ্কেত : একই 'জানেন' ক্রিয়ার দ্বারা প্রাসঙ্গিক 'বিভীষণ', 'যত দেব-কুল-রথী', 'নাগেন্দ্র' এবং 'নরেন্দ্র' শব্দ সম্বদ্ধ হইয়াছে।

(iii) বায়ু হতে বল,
সূর্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্যক্ষমা
করো লাভ, দুঃখব্রত পুত্র মোর। —রবীন্দ্রনাথ।

(iv) …আমার যত লজ্জা-আশা-ভয়
সদা কম্পমান, পরশ নাহিক সয়
এত সুকুমার। —রবীন্দ্রনাথ।

সঙ্কেত : 'কম্পমান' বিশেষণের বন্ধনে প্রাসঙ্গিক লজ্জা, আশা ও ভয় বাঁধা পড়িয়াছে।

২। দীপক

প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বস্তুসমূহকে একই গুণ বা ক্রিয়ার দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত করিলে অথবা একই কারকের বহু ক্রিয়া থাকিলে দীপক অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ :

(i) নববর্ষার হৃদয়ের এই উন্মাদনা স্বাভাবিক। আকাশে মেঘ দেখলে হৃদয় আর ময়ূর নেচে ওঠে।

ব্যাখ্যা : প্রাসঙ্গিক 'হৃদয়' ও অপ্রাসঙ্গিক 'ময়ূর' একই ক্রিয়া 'নেচে ওঠার' দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং দীপক অলঙ্কার।

(ii) শক্তির আধার বটে নদী আর নারী
পিপাসাবারিণী জীবনদায়িনী। —অমৃতলাল বসু।

ব্যাখ্যা : প্রাসঙ্গিক নারী, অপ্রাসঙ্গিক নদী। উভয়ই 'পিপাসা-বারিণী', 'জীবনদায়িনী' ও 'শক্তির আধার'-রূপ গুণের দ্বারা আবদ্ধ।

(iii) দেখি কতদিন রয়
প্রজার পরম স্পর্ধা—নির্বিষ সর্পের
ব্যর্থ ফণা-আস্ফালন, নিরস্ত্র দর্পের
হুহুংকার। —রবীন্দ্রনাথ।

(iv) …আমারে ফিরায়ে লহো
সেই সর্ব-মাঝে যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক-সহস্ররূপে, গুঞ্জরিছে গান
শত লক্ষ সুরে…… —রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : একই কারকের ('প্রাণ') 'অঙ্কুরিছে', 'মুকুলিছে' ও 'মুঞ্জরিছে' এই তিনটি ক্রিয়া থাকায় দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী এখানে দীপক অলঙ্কার হইয়াছে।

(v) যে প্রেম ফুলের মত গোপনে ফুটিয়া ওঠে রাঙিয়া লজ্জায়
স্পর্শমাত্র ঝ'রে প'ড়ে যায়। —বুদ্ধদেব বসু।

ব্যাখ্যা : 'প্রেমে' কর্তৃকারক আছে এবং সেই কর্তৃকারকের 'ফুটিয়া', 'রাঙিয়া', 'ঝ'রে' ও 'প'ড়ে' ক্রিয়া রহিয়াছে। সুতরাং এখানেও দীপক অলঙ্কার (দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী)।

তুল্যযোগিতা ও দীপকের তুলনা :

(১) একই ধর্ম বা ক্রিয়ার বন্ধন যেমন তুল্যযোগিতায় আছে, তেমনি দীপকে আছে।

(২) তুল্যযোগিতায় হয় প্রাসঙ্গিক বস্তুগুলিকে, নয় অপ্রাসঙ্গিক বস্তুগুলিকে একই ধর্ম বা ক্রিয়ার দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। কিন্তু দীপকে একই ধর্ম বা ক্রিয়ার বাঁধনে বাঁধা পড়ে একদিকে যেমন প্রাসঙ্গিক, অন্যদিকে তেমনি অপ্রাসঙ্গিক বস্তুগুলি।

(৩) একই কারকের বহু ক্রিয়া থাকিলে দীপক হয় (দ্বিতীয় সংজ্ঞা)। কিন্তু তুল্যযোগিতার এই জাতীয় কোন সংজ্ঞা নাই।

উদাহরণ :

সে প্রীতি বিলাক তারা পালিত মার্জারে,
দ্বারের কুক্কুরে আর পাণ্ডব ভ্রাতারে।

ইহা দীপকের উদাহরণ। কারণ, প্রাসঙ্গিক 'পাণ্ডবভ্রাতা' এবং অপ্রাসঙ্গিক 'মার্জার' আর 'কুক্কুর' স্পষ্টই 'প্রীতি বিলাক' ক্রিয়ার দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু উদাহরণটি যদি পরিবর্তিত করিয়া লেখা হয়—

সে প্রীতি বিলাক তারা পালিত মার্জারে,
দ্বারের কুক্কুরে, আর দিতে পারে ওই
পাণ্ডবভ্রাতারে।

তবে তুল্যযোগিতা হইবে। কারণ অপ্রাসঙ্গিক 'মার্জার' ও 'কুক্কুর'ই শুধু বাঁধা পড়িয়াছে 'প্রীতি বিলাক' ক্রিয়ার দ্বারা, প্রাসঙ্গিক 'পাণ্ডবভ্রাতা' সেই ক্রিয়ার বন্ধনে আর নাই।

৩। উল্লেখ

যদি একই বস্তুকে বিভিন্ন ভাবে দেখা হয়, তবে উল্লেখ অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) সূর্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্যে ভ্রাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্যায় দাসী। —বঙ্কিমচন্দ্র।

(ii) প্রভু মোর গুণের সাগর, রসময় রূপের সাগর,
রসিকের শিরোমণি, বিলাস ধনের ধনী,
নৃত্যগীত বাদ্যের আকর।

৪। স্মরণোপমা (স্মরণ)

বর্ণনীয় বিষয়ের অনুভব হইতে তাহার ন্যায় অপর বস্তুর স্মৃতি যদি জাগিয়া উঠে, তবে স্মরণ অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) শুধু কখন খেলতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে
একটা কি সুর গুনগুনিয়ে কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত আমার দোলনা ঠেলে ঠেলে—
মা গিয়েছে, যেতে যেতে গানটি গেছে ফেলে॥ —রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : 'একটা কি সুর' (উপমান) মায়ের গানের কথা (উপমেয়) স্মরণ করাইয়া দিয়াছে—কারণ নিকট-সাদৃশ্য। অলঙ্কারটি স্মরণোপমা।

(ii) ছায়া ঘন হইয়া আসে, কাঁচাকলায়ের ডালের মত সেই লতার গন্ধ আরও ঘন হইয়া আসে—অপুর শরীর যেন শিহরিয়া ওঠে—এ গন্ধ তো শুধু গন্ধ নয়—এই অপরাহ্ণ, এই গন্ধের সঙ্গে জড়ানো আছে মায়ের কত রাত্রের আদরের ডাক, দিদির কত কথা, বাবার পদাবলী গানের সুর, বাল্যের ঘনকন্নার সুধাময় দারিদ্র্য—কত কি—কত কি। —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। অর্থ-শ্লেষ

যেখানে শব্দ দুই অর্থ প্রকাশ করে, অথচ শব্দ-পরিবর্তনেও অলঙ্কার ক্ষুণ্ন হয় না, সেখানে অর্থ-শ্লেষ অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচরে ব্যাপ্ত আছে যেবা,
তাহারে দেখান যিনি, গুরু তিনি, কর তাঁর সেবা।

—শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

মন্তব্য : 'অখণ্ডমণ্ডলাকার' শব্দের দুইটি অর্থ আছে—এক, টাকা ; দুই, যাহা খণ্ড নয় ও গোলাকার। সুতরাং শ্লেষ অলঙ্কার, হইয়াছে। লক্ষণীয় এই যে, 'অখণ্ডমণ্ডলাকার' শব্দের বদলে 'অভগ্ন-গোলাকার' বসাইলেও শ্লেষের কোন ক্ষতি হইবে না।

৬। স্বভাবোক্তি

বস্তুর রূপগুণাদির সুন্দর অথচ যথার্থ বর্ণনা দেওয়া হইলে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠ মগন
করিছে কৌতুকালাপ ; উচ্চ মিষ্ট হাসি
জলকলস্বরে মিশি পশিতেছে আসি
কর্ণে মোর ; বসি এক বাঁধা নৌকা-'পরি,
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নত শির করি
রৌদ্রে পিঠ দিয়া ; উলঙ্গ-বালক তার,
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার।

—রবীন্দ্রনাথ।

সঙ্কেত : নদী ও নদীতীরের স্বাভাবিক ও সুন্দর বর্ণনা।

৭। সূক্ষ্ম

যেখানে আকারে-ইঙ্গিতে ভাবে-ভঙ্গিতে সূক্ষ্ম অর্থ ব্যক্ত হয়, সেখানে সূক্ষ্ম অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : প্রেমিক শুধায়, বলগো, মিলন ক্ষণ—
কথা না কহিয়া প্রেমিকা ধনী
লীলাকমল করিল নিমীলন।

৮। সহোক্তি

যখন সহার্থক শব্দের প্রয়োগের দ্বারা দুইটি বস্তু অন্বিত হইয়া সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, তখন সহোক্তি অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর। —চণ্ডীদাস।

৯। ধ্বনিবৃত্তি (Onomatopoeia)

বর্ণ বা শব্দ বা বাক্যের ধ্বনি যখন বাক্যের অর্থ বা ভাব ব্যক্ত করে, তখন ধ্বনিবৃত্তি অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া-গরজন,
রিমিঝিমি শবদে বরিষে। —জ্ঞানদাস।

১০। পরাবৃত্তি (Chiasmus)

পুনরাবৃত্তির সময় শব্দের শৃঙ্খলা বদলাইয়া দিলে পরাবৃত্তি অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) বুঝলে চাটুজ্জে, নেমন্তন্ন খেতে আমি যাই, তুমি থাকো অর্থাৎ তুমি থাকো, আমি যাই।

(ii) ফুলের নবাব তুমি, নবাবের ফুল!

—প্রমথ চৌধুরী।

১১। অর্থাপত্তি

বিশেষ ন্যায়ধর্ম অনুসারে এক অর্থের সামর্থ্য-সূত্রে অন্য অর্থ পাওয়া গেলে অর্থাপত্তি অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : উর্বশীর অন্তর্ধানে পুরুরবা কেঁদে ফেরে বনে,
তবে কেন হৃদয়ের কান্না নিয়ে লজ্জা পাই মনে?

ব্যাখ্যা : পুরুরবা অসাধারণ পুরুষ—তিনিই যখন প্রেয়সীর শোকে আত্মহারা হইয়াছিলেন তখন সাধারণ মানুষের পক্ষে বিরহজনিত ব্যাকুলতা অসঙ্গত নয়। পুরুরবার ব্যবহারের অর্থ হইতে ন্যায়সূত্রে বক্তার ব্যবহারের অর্থ প্রতীত হয়।

১২। পুনরুক্তবদাভাস

একই বাক্যে একার্থক একাধিক শব্দ যদি ব্যবহৃত হয়, অথচ বিশ্লেষণে যদি সেই পুনরাবৃত্তির বিভিন্নার্থ ধরা পড়ে, তবে পুনরুক্ত-বদাভাস অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : (i) মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে। —মধুস্থদন।

ব্যাখ্যা : 'মৃগেন্দ্র' ও 'কেশরী' উভয় শব্দের অর্থ 'সিংহ'। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে বোঝা যায়—'মৃগেন্দ্র' শব্দটি 'পশুরাজ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এখানে পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার হইয়াছে।

(ii) তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : 'তনু' ও 'দেহ' শব্দের একই অর্থ; সুতরাং পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করা হইতে পারে। কিন্তু 'তনু' শব্দ এখানে 'ক্ষীণ' বা 'কৃশ' বা 'কোমল' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব অলঙ্কার পুনরুক্তবদাভাস।

১৩। লাটানুপ্রাস

তাৎপর্যমাত্রের ভেদে একই শব্দের পুনরাবৃত্তিকে লাটানুপ্রাস বলে। যমকে অর্থের ভেদ হয়, কিন্তু লাটানুপ্রাসে অর্থ এক থাকিলেও তাৎপর্যের ঈষৎ ভেদ হয়।

উদাহরণ : যত গোপনে ভালবাসি পরান ভরি
পরান ভরি উঠে শোভাতে। —রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা : এখানে 'পরান' ও 'ভরি' শব্দদ্বয় দুইবার আবৃত্ত হইয়াছে। উভয়ক্ষেত্রে তাহাদের অর্থ এক থাকিলেও তাৎপর্যের একটু পার্থক্য আছে। প্রথম পরান শব্দ কর্মপদ, দ্বিতীয় পরান শব্দ কর্তৃপদ (কর্মকর্তৃপদ প্রাপ্ত); প্রথম ভরি কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া, দ্বিতীয় ভরি কর্মকর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া। সুতরাং ইহা লাটানুপ্রাসের উদাহরণ।

১৪। শ্রুত্যনুপ্রাস

বাগ্‌যন্ত্রের একই স্থান হইতে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রুতিমধুর সমাবেশকে শ্রুত্যনুপ্রাস বলে।

উদাহরণ: বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি। —রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা: এখানে ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত 'ব' 'ব' 'প' 'ভ' 'ব' 'ম' ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রুতিমধুর সমাবেশ আছে বলিয়া শ্রুত্যনুপ্রাস হইয়াছে।

১৫। অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক

উপমানে একটি কল্পিত ও অবাস্তব বৈশিষ্ট্য অধিক আরূঢ় করিয়া যদি উপমেয়ের সঙ্গে তাহার অভেদ দেখানো হয়, তবে অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক অলঙ্কার দেখা যায়।

উদাহরণ: থির বিজুরী নবীনা গোরী পেখনু ঘাটের কূলে। —চণ্ডীদাস।

ব্যাখ্যা: 'বিজুরীর' (বিজলীর) বিশেষণ 'থির' (স্থির) হইতে পারে না, স্থিরতা বিজলীর পক্ষে একটি অবাস্তব বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেই অবাস্তব বৈশিষ্ট্যটি বিজলীর উপর (উপমান) অধিক আরূঢ় করিয়া উপমেয় 'গোরীর' সঙ্গে তাহার অভেদ কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক অলঙ্কারের উদাহরণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

বি. এ.

অনার্স—১৯৫০

১। অতিশয়োক্তি এবং অপহ্নুতি অথবা ব্যতিরেক এবং অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপকের পার্থক্য উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

২। অলঙ্কার নির্ণয় কর :—

(ক) তৃণদল

মাটির আকাশ পরে ঝাপ্‌টিছে ডানা,

মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা—মেলিতেছে অংকুরের পাখা লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

[উত্তর—মাটির আকাশ=**রূপক**, তৃণদল…ঝাপ্‌টিছে ডানা= **সমাসোক্তি**, অংকুরের পাখা…বীজের বলাকা=**সাঙ্গরূপক**।]

(খ)
জোড়ি ভুজযুগ মোড়ি বেঢ়ল
বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
জৈসে শারদ চন্দ ॥

—উপমা

(গ)
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে ॥

—বিষম

(ঘ)
আবৃত করা প্রাবৃট এল মেলিয়া মেঘপক্ষ
বিবশা ধরা বিতথ বেশ, শ্বসিছে মুহু বক্ষ।
অজানা ভয়ে অঢেল সুখে
কথাটি কারো নাহিক মুখে,
পাখীর গেছে বচন হরি আঁখির থির লক্ষ্য ॥

—রূপক ও সমাসোক্তি

বিশেষ বাঙলা—১৯৫০

১। উদাহরণসহ যে-কোন চারিটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর:— ছেকানুপ্রাস, ব্যাজস্তুতি, সাঙ্গরূপক, সমাসোক্তি, নিদর্শনা, অর্থান্তরন্যাস, সন্দেহ।

২। নিম্নলিখিত যে-কোন চারিটি বাক্যে কি অলংকার ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও:

(ক) দেবতা আজি জীবন-ধারা বরিষে মরুক্ষেত্রে। —রূপক

(খ) দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়। —রূপক

(গ) বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। —লুপ্তোপমা

(ঘ) হরি হরি বলি ধরণী ধরি উঠই বোলত গদগদ ভায়
নীল গগন হেরি তোহারি ভরম ভরে বিহি সঞে মাগয়ে পাথ।
—ভ্রান্তিমান

(ঙ) হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা
সিন্ধু নিকট যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিপাসা॥
—প্রকৃতির বিপর্যাসব্যঞ্জক অতিশয়োক্তি কিংবা বিশেষোক্তি

(চ) অসীম নীরদ নয়
ওই গিরি হিমালয়। —নিশ্চয়

(ছ) করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে। —বিরোধাভাস

অনার্স—১৯৫১

১। দুইটি বিরোধমূলক অলংকারের উল্লেখ কর ও উদাহরণসহ সেই দুইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন দুইটির অলংকার নির্ণয় কর:—

(ক) ঘুমাও বন্ধু, ঘুমাও বন্ধু, সবই বন্ধন লীলা
চরকা ঘোরে ত ঘোরে না কো টাকু রসি যদি হয় ঢিলা।
—বিশেষোক্তি

(খ) নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়া বীথিকায় নবীনের মায়ামৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছেন। —সাঙ্গরূপক

(গ) তার চেয়ে এস প্রভাত আলোকে চেয়ে থাকি দূরে দূরে—
বাঁকা নদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জড়ির ডুরে।

—সমাসোক্তি

(ঘ) কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈমগেহে ? —কাব্যলিঙ্গ

বিশেষ বাঙলা—১৯৫১

১। উদাহরণসহ যে-কোন চারিটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—
উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক, অপহ্নুতি মালোপমা, নিদর্শনা, বিরোধ, স্বভাবোক্তি।

২। নিম্নলিখিত যে-কোন চারিটি উদ্ধৃতি-তে কি অলংকার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও :

(ক) ফাঁকের মধ্য দিয়ে মনোযোগ-টা বুনো পাখীর মত হুশ করে উড়ে পালায়।

—পূর্ণোপমা

(খ) অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল। —বিষম ও অতিশয়োক্তি

(গ) জড়তার পাষাণ দিয়ে ঘেরা
দুর্গমাঝে রেখেছিল প্রত্যহের প্রথার দৈত্যেরা।

—পরম্পরিত রূপক

(ঘ) সুদূর গোঠের শ্যাম বার্তা কি
স্মরিছে রে বার্তাকু !
কচি বুক হাটে সুলভ করিতে
ফলে ফালা দিল চাকু !

—ছেকানুপ্রাস ও স্মরণোপমা

(ঙ) সভাকবি—ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ
অর্থের বড়ো টানাটানি।
নটরাজ—নইলে রাজদ্বারে আসবো কোন দুঃখে।

—শ্লেষ-বক্রোক্তি

(চ) লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষনি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥ —অতিশয়োক্তি

অনার্স—১৯৫২

১। একটি ন্যায়মূল এবং একটি গূঢ়ার্থমূল অলংকারের উল্লেখ কর ও উদাহরণ-সহ সেই দুইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন দুইটির অলংকার নির্ণয় কর:

(ক) এ নিদাঘ যেন প্রেমাভিনয়ের বিরহ অংকখানি ;
দুর্বাসা যেন অভিশাপ হানি দেয় ব্যবধান আনি।

—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা

(খ) কপালে সিন্দূরবিন্দু নব অরবিন্দ বন্ধু
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু।
করিয়া তিমির মেলা ধরিয়া কুন্তল ছলা
বন্দী সে করিলা রবি-ইন্দু॥

—অনুপ্রাস ও অপহ্নুতি

(গ) শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই,
আয় আয় কাঁদিতেছে তেমনি সানাই। **—সমাসোক্তি**

(ঘ) অহংকারের তন্ত্রী পীড়িয়া বাঁজায় যে ওঙ্কার,—
ভাবের গঙ্গা শিরে যে ধরেছে ভাবনার জটাভার।

—নিরঙ্গ ও পরম্পরিত রূপক

বিশেষ বাঙলা—১৯৫২

১। উদাহরণসহ যে-কোন চারিটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর:—প্রতিবস্তূপমা দৃষ্টান্ত, সমাসোক্তি, বিষম, প্রতীপ, অপ্রস্তুত-প্রশংসা।

২। নিম্নলিখিত যে-কোন দুইটি উদ্ধৃতি-তে যে অলংকার আছে, তাহা যথা সম্ভব অল্প কথায় বিবৃত কর।

(ক) প্রীতি-মন্ত্র বলে
শান্ত কর বন্দী কর নিন্দা-সর্প দলে
বংশী রবে হাস্যমুখে। **—পরম্পরিত রূপক**

(খ) এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে ;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে।
—অনুপ্রাস ও নিশ্চয়

(গ) নবীন ছাত্র ঝুঁকে আছে একজামিনের পড়ায়
মনটা কিন্তু কোথা থেকে কোন দিকে যে গড়ায়
অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব সামনে আছে খোলা
কর্তৃজনের ভয়ে কাব্য কুলঙ্গিতে তোলা। **—বিরোধাভাস**

(ঘ) হাতের দান হাতে হাতেই চুকিয়ে দাও, নইলে শুকিয়ে যাবে ; হৃদয়ের দান ; যত অপেক্ষা করবে তত তার দাম বাড়াবে। **—ব্যতিরেক**

অনার্স—১৯৫৩

১। যে-কোন তিনটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—উল্লেখ, নিদর্শনা, বক্রোক্তি, উৎপ্রেক্ষা, বিশেষোক্তি।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন দুইটির অলংকার নির্ণয় কর :

(ক) চাঁদ নিবে যাক নিবুক জোছনা
তাতে কিবা আসে যায় !
হৃদয়-গগনে তুমি জেগে আছ
অম্লান মহিমায়।
—নিরঙ্গরূপক ; নিশ্চয় বা প্রতীপ

(খ) সকলি ফুরায়ে যায় মায়াময় ভবে।
তোমার যৌবন শুধু স্থির হয়ে রবে
এক ঠাঁই চিরদিন ?
—কাকু-বক্রোক্তি ও অর্থান্তরন্যাস

(গ) একি হেরিলাম আমি ?
গগনের শশী সহসা এল কি
ধরণীর বুকে নামি ? **—সন্দেহ**

(ঘ) যৌবন বসন্ত সম শোভা সুখময় ;
কিন্তু হায় উভয়ের গতি এক নয়।
বসন্ত সে ফিরে ফিরে আসে বার বার,
যৌবন চলিয়া গেলে ফেরে নাকো আর। **—ব্যতিরেক**

বিশেষ বাঙলা—১৯৫৩

১। উদাহরণসহ যে-কোনও তিনটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—বিরোধাভাস, অসঙ্গতি, ব্যাজস্তুতি, যমক, শ্লেষ।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন দুইটির অলংকার নির্দেশ কর :—

(ক) কাচ পড়ে থাকে যেখানে সেখানে,
ফিরেও দেখে না কেহ ;
হীরক খণ্ড লভিতে সবার
কতই না আগ্রহ। **—অপ্রস্তুত-প্রশংসা**

(খ) অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে। **—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা**

(গ) বৃথাই হোল জন্ম রে তোর
সব হোল তোর মিছে,
সারা জীবন ছুটলি শুধু-ই
মরীচিকার পিছে। **—অতিশয়োক্তি**

(ঘ) মেঘ ওতো নয়, মুক্তকেশীর
এলিয়ে পড়া চুলের রাশি।
বিদ্যুৎ কোথা ? চেয়ে দেখ ও যে
পাগলী মেয়ের অট্টহাসি। **—অপহ্নুতি**

অনার্স—১৯৫৪

১। উদাহরণসহ যে-কোনও তিনটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—ভ্রান্তিমান, ব্যতিরেক, অপহ্নুতি, অর্থান্তরন্যাস, অতিশয়োক্তি।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন দুইটির অলংকার নির্দেশ কর :—

(ক) সেই অপদার্থ চায় কন্যারত্নে মোর
ভার্যারূপে লভিবারে !—এত স্পর্ধা তার
বামন হইয়া চায় ধরিবারে চাঁদে
ক্ষুদ্র বাহু মেলি ! —**দৃষ্টান্ত**

(খ) পরশ মণির সা৻ কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোঁয়ালে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে
রতন হইল কত জনা ॥ —**ব্যতিরেক**

(গ) সরসীর স্বচ্ছ জলে পড়িয়াছে ছায়া
চন্দ্রমার ; যেন শশী হেরিতেছে মুখ
জলের মুকুরে। —**বাচ্যোৎপ্রেক্ষা**

(ঘ) কণ্টক সম বুকে ফোটে সখি
কোমল কুসুম মালা ;
গগনের শশী অনল বরষি
বাড়ায় শুধু-ই জ্বালা। —**বিষম**

বিশেষ বাঙলা—১৯৫৪

১। উদাহরণসহ যে-কোন তিনটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—
সমাসোক্তি, সাঙ্গরূপক, সন্দেহ, দৃষ্টান্ত, উল্লেখ।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন দুইটির অলংকার নির্ণয় কর :—

(ক) মেঘের মলিন বসনেতে মুখ
ঢেকেছে চন্দ্র তারা।
শ্রাবণ গগন সারারাত ধরে
কেঁদে কেঁদে হল সারা। —**সমাসোক্তি ও রূপক**

(খ) কিবা সে বদন শোভা, যাই বলিহারী ;
মুগ্ধ অলি ধেয়ে আসে পদ্ম মনে করি। —**ভ্রান্তিমান**

(গ) ঝরনার ধারা নয় ওতো নয়,
চেয়ে দেখ ভাল করে
কার মণিহার ছিঁড়ে গেছে, তাই
মণি রাশি ঝরে পড়ে। —**অপহ্নুতি**

(ঘ) কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুল কুল ;
কি ছার বংশীর ধ্বনি নহে তার তুল।

—ব্যতিরেক বা প্রতীপ

অনার্স—১৯৫৫

১। উদাহরণসহ যে-কোন তিনটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :— অর্থাপত্তি, বিরোধাভাস, স্মরণোপমা, অসঙ্গতি, বিশেষোক্তি।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন দুইটির অলংকার নির্ণয় কর :

(ক) সংসার-সাগর বক্ষে কামনার ঢেউ
উঠিতেছে ; নিরন্তর তাহারি আঘাতে
মানবের চিত্ত-তরী দুলিতেছে হায়
অবিরত। —সাঙ্গরূপক

(খ) মেঘ আপনারে নিঃস্ব করিয়া
ধরণীতে ঢালে জল।
সাধু আপনার সব দিয়ে
করে জগতের মঙ্গল। —প্রতিবস্তূপমা

(গ) তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে, "যেতে নাহি দিব।" —সমাসোক্তি

(ঘ) অভ্রভেদী চূড়া তুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে
গিরিবর ; অচঞ্চল, স্থির, সুগম্ভীর।
যেন কোন যোগীশ্বর রুধিয়া নিঃশ্বাস
নিমগ্ন গভীর ধ্যানে। —বাচ্যোৎপ্রেক্ষা

বিশেষ বাঙলা—১৯৫৫

১। উদাহরণসহ যে-কোন তিনটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :— বিভাবনা, প্রতীপ, উৎপ্রেক্ষা, লুপ্তোপমা, অপ্রস্তুত-প্রশংসা।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন দুইটির অলংকার নির্ণয় কর :—

(ক) সেই অপদার্থ ক্লীব হবে সেনাপতি?
শ্রেষ্ঠ যত বীর রণে হইবে চালিত
তাহার ইঙ্গিতে? শশক হইবে নেতা
মৃগেন্দ্র কুলের? —**কাকু-বক্রোক্তি ও দৃষ্টান্ত**

(খ) হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ততনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ। —**সমাসোক্তি**

(গ) নয় নয় ওতো আষাঢ়-গগনে
জলদের গরজন
তুনিয়ার যত চাপা ক্রন্দন
গুমরি উঠিছে শোন্। —**অপহ্নুতি**

(ঘ) সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্ বধূর,
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। —**বাচ্যোৎপ্রেক্ষা**

অনার্স—১৯৫৬

১। উদাহরণসহ যে-কোনও তিনটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর:—
অপহ্নুতি, দৃষ্টান্ত, সমাসোক্তি, ভ্রান্তিমান, অসঙ্গতি।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন দুইটির অলংকার নির্ণয় কর:

(ক) বন্ধন চাহে না কেহ মুক্তি চায় সবে।
ভুজ বন্ধনের মাঝে কিন্তু তব হায়
কে না চায় ধরা দিতে? —**কাকু-বক্রোক্তি**
এবং বিরুদ্ধবস্তুর একত্র
সমাবেশঘটিত বিষম

(খ) পাণ্ডবের সখা তুমি, গোপিকা-মোহন,
যশোদা-নয়ন মণি, দুর্জনের সাক্ষাৎ শমন। —**উল্লেখ**

(গ) চাঁদের ছায়াটি আসি পড়িয়াছে সরসীর বুকে ;
যেন কোন্ দেববালা পরম কৌতুকে
দেখিতেছে নিজ-মুখ জলের মুকুরে
চুপি চুপি। —**বাচ্যোৎপ্রেক্ষা**

বিশেষ বাঙলা—১৯৫৬

১। উদাহরণসহ যে-কোন তিনটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—
নিদর্শনা, অতিশয়োক্তি, ব্যাজস্তুতি, রূপক, স্বভাবোক্তি।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন দুইটির অলংকার নির্ণয় কর :—

(ক) যৌবন বসন্ত সম সুখময় বটে,
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন
ফিরে না ফিরে না আর ফিরে না যৌবন। —**ব্যতিরেক**

(খ) বনে জঙ্গলে মৃগ আছে কত,
কস্তুরী-মৃগ কয়টা মেলে ?
মানুষ ত কত দেখিলে জীবনে,
রসিক মানুষ কয়টা পেলে ? —**কাকু-বক্রোক্তি ও দৃষ্টান্ত**

(গ) হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাস ভরে। ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্র-মেখলা-পরা তব কটি দেশ।

—**সমাসোক্তি ও রূপক**

আই. এ. বিশেষ বাঙলা

১৯৪৯

১। দৃষ্টান্তসহ যে-কোনও দুইটি সম্বন্ধে আলোচনা কর :—
শ্লেষ, উৎপ্রেক্ষা, স্বভাবোক্তি, লুপ্তোপমা।

অথবা,

যে-কোন তিনটির অলঙ্কার নির্দেশ কর :—

(ক) স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ। —প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা

(খ) খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তন্যপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে। —পূর্ণোপমা

(গ) জিনি কুঞ্জর গতি মন্থর। —ব্যতিরেক

) হাল্কা হাসি হাসছে কেবল—ভাসছে যেন আল্‌গা স্রোতে। —বাচ্যোৎপ্রেক্ষা

(ঙ) নবীনবঙ্গ-জীবনযজ্ঞে তোমার অর্ঘ্য অগ্রধার্য। —নিরঙ্গরূপক

(চ) শুভ্র-ললাটে ইন্দু সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি। —পূর্ণোপমা

১৯৫০

১। অনুপ্রাস ও যমকের সংজ্ঞা ও পার্থক্য কি? দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

অথবা,

বিরোধাভাস ও বিষমের সংজ্ঞা নির্দেশ কর ও উভয়ের পার্থক্য দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝাইয়া দাও।

১৯৫১

১। উপমা ও প্রতিবস্তূপমা, এই দুই অলঙ্কারের কতখানি সাদৃশ্য, কতখানি পার্থক্য, তাহা দৃষ্টান্ত সহযোগে দেখাইয়া দাও।

অথবা,

আবৃত-করা প্রাবৃট্ এল মেলিয়া মেঘ-পক্ষ,
বিবশ ধরা বিতথ বেশ শ্বসিছে মুহু বক্ষ।

অজানা ভয়ে অচেনা সুখে
কথাটি কারো নাহিক মুখে,
পাখীর গেছে বচন হরি আঁখির থির লক্ষ্য।

কোন কোন অলঙ্কার কোথায় কোথায় প্রযুক্ত হইয়াছে দেখাও।

—রূপক ও সমাসোক্তি

১৯৫২

১। নিম্নলিখিত অলঙ্কার দুইটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাও ও উদাহরণ দাও :—
(ক) শ্লেষ, (খ) উপমা।

নিম্নলিখিত পদ্যাংশটির অলঙ্কারের ব্যাখ্যাসহ পরিচয় দাও :—

কপোলে সুধাংশু ভাস,
অধরে অরুণ হাস,
নয়ন করুণাসিন্ধু প্রভাতের তারা জলে।

—নিদর্শনা ও নিরঙ্গরূপক

১৯৫৩

১। দৃষ্টান্ত ও অর্থান্তরন্যাস—এই দুইটি অলঙ্কারের পার্থক্য উদাহরণ সাহায্যে বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।

অথবা,

নিম্নলিখিত পদ্যাংশটিতে যে সকল অলঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে সেগুলির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর :—

যুগান্তের উল্কাসম দহিছে না আজ
এ মণি-মঞ্জীর তোরে? রত্ন-ললাটিকা
এ যে তোর সৌভাগ্যের বজ্রানলশিখা।
তোরে হেরি অঙ্গে মোর ত্রাসের স্পন্দন
সঞ্চারিছে,—চিত্তে মোর উঠিছে ক্রন্দন,—
আনিছে শঙ্কিত কর্ণে তোর অলংকার
উন্মাদিনী শঙ্করীর তাণ্ডব ঝংকার।

—পূর্ণোপমা, নিরঙ্গরূপক ও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা

১৯৫৪

১। নিম্নলিখিত যে-কোন দুইটি অলঙ্কারের ব্যাখ্যা কর ও উদাহরণ দাও :— যমক, শ্লেষ, রূপক, ব্যাজস্তুতি।

অথবা,

নিম্নলিখিত পদ্যাংশটির মধ্যে প্রযুক্ত অলঙ্কারগুলির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর :—

সৌন্দর্য পাথারে
যে বেদনা বায়ুভরে ছুটে মনোতরী
সে বাতাসে কতবার মনে শঙ্কা করি,
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল।
অভয় আশ্বাস ভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই। বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে—আছে'এক মহা-উপকূল,
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ॥

—পরম্পরিত রূপক

নির্ঘণ্ট